দেবব্রত।



পৌরাণিক নাটক।



শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

সন ১৩১৯ সাল।



মূল্য ।৷৵০ দশ আনা মাত্র।

PRINTED BY
GOPAL CHANDRA ROY
AT THE PARAGON PRESS,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

PUBLISHED BY
DR. LALIT MOHAN BANERJEE,
75, Cornwallis Street, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র

নটগুরু,

কবিবর,

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের

পবিত্র-স্মৃতির

উদ্দেশে—

ভূমিকা।

মহামতি ভীষ্মের অসাধারণ পিতৃভক্তির পরিচয়-প্রদানই আমার ক্ষুদ্রনাটকখানির মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহা ছাড়া এই পুস্তকের আর একটি গৌণ উদ্দেশ্য আছে। সেইটি এই;—

বাস্তবিক দেখিতে গেলে, মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা ভীষ্মের জন্ম হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। ভারতসমররূপ মহানাটকে এই বীরশ্রেষ্ঠ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সত্যই অলৌকিক ও বিস্ময়জনক। চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বী এই মহাপুরুষের পবিত্র চিত্র যদি মহাভারতকার আমাদিগের সমক্ষে না ধরিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য সম্যক্ পরিস্ফুট হইত না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিরূপে ভীষ্মের জন্ম ও প্রতিজ্ঞা হইতে মহাভারতের প্রধান উপাখ্যানের সূচনা হইয়াছে, প্রধানতঃ মহর্ষি বেদব্যাসের উক্তিতে আমি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আর এক কথা,—মহাভারতের যে কয়েকটি অধ্যায় অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পৃথু ও দ্যু ব্যতীত অপর বসুগণের কোন নামোল্লেখ নাই। বেদ ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টবসুর নামোল্লেখবিষয়ে অনেকস্থলে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষে আপ্, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রত্যূষ,—ঋক্ সংহিতোক্ত এই অষ্টবসুকে "এক একটি প্রকৃতিতত্ত্বের নিবাসভূত দেবতা" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই মতই সমীচীন বলিয়া আমারও বোধ হয়।

বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপ দেবীভাগবতেও বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থে আমরা "ত্র্য" স্থলে "দ্যৌঃ" দেখিতে পাই।

পুস্তক লিখিবার আমার এই প্রথম প্রয়াস; যদি এই ক্ষুদ্র নাটকখানি সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

কলিকাতা,
৫ই চৈত্র, ১৩১৯। } শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণ।

পৃথু, দ্যু প্রভৃতি অষ্টবসু।

পরাশর, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি মুনিগণ।

শান্তনু	...	...	কুরুবংশীয় নৃপতি।
দেবব্রত বা ভীষ্ম	...	...	শান্তনুর পুত্র।
দাসরাজ	...	...	সত্যবতীর পালক পিতা।

বিদূষক, মন্ত্রী, কঞ্চুকী, রাজগণ, গ্রহাচার্য্য, সাধু, ব্রাহ্মণবালকগণ, ক্ষত্রিয়বালকগণ, বৈতালিকগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

গঙ্গা।

সত্যবতী।

বসুপত্নীগণ, জলবালাগণ, অপ্সরাগণ, পুরনারীগণ, ধীবরকন্যাগণ ইত্যাদি।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	২১	ঘে	যে
২৪	১৪	পদ্মঘোনি	পদ্মযোনি
৬৬	১৭	দূরিতে	দুরিবে
৬৮	১১	ঘা	যামিনীর
ঐ	১৩	কেন	কোন



দেবব্রত।



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—সুমেরু সন্নিহিত বশিষ্ঠের তপোবন।

বসুগণ ও বসুপত্নীগণ।

(গীত)

অমরবাঞ্ছিত, নন্দনলাঞ্ছিত কানন!
চিরবসন্তকুসুমভূষিত,
চিরশ্যামলবল্লরীরাজিত,
চিরমধুরবিহগকলঝঙ্কৃত স্থান!
শ্বাপদ দ্বেষহিংসা বর্জ্জিত,
ভক্ষ্যভক্ষক প্রণয়মিলিত,
নহে কুরঙ্গম ভীতচমকিতনয়ন!
বিহর সুখে সবে স্নিগ্ধ, শান্ত তপোবন।

(গান গাহিতে গাহিতে তপোবনে পরিভ্রমণ, ও দ্যুনামক বসুদেব এবং তৎপত্নী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দ্যুপত্নী। হের, দেব, ভ্রমিছে অদূরে
পীনপয়োধরা, সর্ব্ব সুলক্ষণা,
কি সুন্দর ধেনু; মরি মরি
বিচিত্র গঠন,—ত্রিভুবনে
ইহার তুলন হেরি নাহি কভু!
বল, দেব, জান যদি তুমি,
কাহার এ গাভী।

দ্যু। শুন সুলোচনে,
নন্দিনী গাভীর নাম,—
বশিষ্ঠের হোমধেনু।
শুন পুরা কাহিনী অপূর্ব্ব;—
প্রজাপতি দক্ষকন্যা ছিলেন সুরভি,
জগতের হিতের কারণ,
সর্ব্ববরদাত্রী মাতা
কশ্যপঔরসে অবতীর্ণ ধরামাঝে
কামদুঘা ধেনুরূপে।
নন্দিনীর দুগ্ধপান করে যদি নর,
অযুত বৎসর,
হইয়া অজর,
অনায়াসে থাকে সে জীবিত।

দ্যুপত্নী। অদ্ভুত কাহিনী দেব!
হৃদে মম জাগে অভিলাষ,
নন্দিনীর দুগ্ধপান করা'ব সখিরে,—
আছে ভূমণ্ডলে জিতবতী নামে

প্রিয়সখী মম,—উশীনররাজকন্যা,
অলোকসামান্যা রূপসী কামিনী।
পীযূষসদৃশ এই দুগ্ধ
করে যদি পান,
ব্যাধিহীন কলেবরে, সুস্থির যৌবনে
আজীবন রবে, অতুল আনন্দ
পাবে সেই নারী; তেঁই দাসী
করে আকিঞ্চন, তাহারি কারণ
সবৎসা নন্দিনী চল যাই ল'য়ে।

দ্যু। সাধ্বি, উগ্রতপা বশিষ্ঠ মহর্ষি;
শুন নাহি বিশ্বামিত্র সনে
বশিষ্ঠ বিবাদ হোমধেনু লাগি;—
ঋষিশাপে গাধির নন্দন
পেয়েছিল কত ক্লেশ,—ভয় হয় মনে
পাছে রোষাবেশে পুনঃ ঋষি
শাপ দেয় মোরে।

দ্যুপত্নী। হাসি পায় মনে, নাথ,
শুনিলে তোমার কথা।
মানব সে বিশ্বামিত্র
পড়েছিলা ঋষিকোপে।
কিন্তু দেব, বসুদেব তুমি,
বশিষ্ঠের চেয়ে কিসে তুমি হীন
তপের প্রভাবে? দেবতা যদ্যপি ডরে
বশিষ্ঠ মানবে, অমর কি হেতু নাম

বুঝিতে না পারি! আমার কারণ
বলি নাই প্রভু তোমা;—নারী আমি,
নারীজন্মে কোন বাঞ্ছা করি নাই কভু,—
প্রাণ চেয়ে ভালবাসি সখীরে আমার,
তাহারি কারণ করিয়াছি নিবেদন,
যদি হে অক্ষম ধেনু লভিবারে,
কায নাহি ইথে,—নারীর লাগিয়া
কে কোথায় সহিয়াছে এত ক্লেশ!

হ্য। ত্যজ অভিমান, সুবদনি,
যাই, ভ্রাতৃগণসহ করিগে মন্ত্রণা,
বাসনা তোমার যাহে হয়লো পূরণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—রাজোদ্যান।

শান্তনু।

শান্তনু। রাজ্যে মোর শান্তি বিরাজিত,
অশান্তির লেশ নাহি হস্তিনানগরে।
প্রকৃতিনিচয় অপত্যের প্রায় মম,—
পিতৃ সম ভক্তি করে মোরে।

মনে পড়ে স্বপনের ক্ষীণ-স্মৃতি মত,
যেন পূর্ব্বজন্মে করেছিনু কত তপ
অক্ষয় স্বরগসুখ লভিবার তরে ;—
পুনঃ করি পুণ্যকর্ম্ম আয়োজন,
পরমার্থ লাভ যাহে হয়।
শাস্ত্রে বলে, গৃহস্থ যে জন,
সস্ত্রীক করিবে সেই ধর্ম্ম আচরণ।
গৃহী আমি, কিন্তু স্মরি পিতার আদেশ
করি নাই অদ্যাবধি পরিণয়।
বানপ্রস্থহেতু যবে পিতা
ত্যজিলেন গেহ, কহিলেন মোরে,—
"দিব্যাঙ্গনা এক আসিবে সকাশে—
বরিতে তোমারে পুত্রলাভহেতু ;
অনুবর্ত্তী হ'য়ে থাকিও সতত
সে নারীর,—দেবকার্য্য সিদ্ধ হবে তাহে।"
রহিলাম সেই আশে অনূঢ় অদ্যাপি,
কিন্তু, কই আশা মোর হ'লনা পূরণ।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। বলি, রাজা, আইবুড়ো ছেলে ভর সন্ধ্যেবেলায় বাগানে ব'সে হ'চ্ছে কি ? ভেবে ভেবে যে একটা মাথার ব্যায়রাম জন্মে যাবে। একটা বে-থা ক'রে ফেলুন, সংসারী হন। শাস্ত্রে বলে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" বাস্তবিক, মহারাজ, এই এত বড় রাজ-অট্টালিকাটা আমার নিকট গৃহ ব'লেই বোধ হয় না।

শান্তনু। আর তোমার ভগ্নকুটীরখানিই বুঝি একখানা প্রাসাদ।

বিদূষক। হুঁ, নিশ্চয়ই। ব্রাহ্মণী যখন স্বহস্তে পাক ক'রে থরে থরে পায়স পিষ্টক, অন্ন ব্যঞ্জন আমার এই ক্ষুধিত উদর ও তৃষিত রসনার সম্মুখে সংস্থাপন করেন, তখন মহারাজ, ব'লতে কি, আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীর আমার চক্ষে যেন অমরাবতীর শোভা ধারণ করে।

শান্তনু।
ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম,
লভিয়াছ সতী সাধ্বী গৃহিণী ব্রাহ্মণী,
হতভাগ্য আমি, নারিনু করিতে
গৃহস্থের ধর্ম্ম আচরণ!

বিদূষক। কেন রাজা এত দুঃখু কিসের? কত রাজা রাজচক্রবর্ত্তী আপনাকে কন্যাদানের জন্য সতত উৎসুক,—আপনি একটা মুখের কথা খসালেই সব গোল চুকে যায়, শুভকর্ম্মটা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হ'য়ে যায়; আর "মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ" ত' বাঞ্ছা করেই থাকে, আর তার উপরে আমি বয়স্য, বুঝ্‌তেইত' পার্‌ছেন।

শান্তনু। দেখ বয়স্য, তোমার সকল সময়ই রঙ্গরহস্য।

বিদূষক। তবে কি মহাশয় আমাকে এই মধুর সন্ধ্যাকালে এই মনোরম উদ্যানে গম্ভীরবদন পেচকের ন্যায় অবস্থান ক'র্‌তে বলেন। সব পারব মহারাজ, কেবল ঐটিই পার্‌ব না। দু'দিনের জন্য এ সংসারে এসেছি, দু'মুটো দু'সন্ধ্যে পেট ভোরে খাব, আর দুটো গাল ভ'রে হাসব,—তাতেও যদি মহারাজ বাম হন, তা হ'লেই নাচার। আচ্ছা মহারাজ ত' অনেক দিন মৃগয়াতে যান নি, চলুন না একদিন মৃগয়ায় বেরোন যাক্।

শান্তনু। ভাল কথা ব'লেছ বয়স্য,
করি নাই বহুদিন বনপর্য্যটন ;—
সাধ হয় মাঝে মাঝে,
ত্যজিয়ে প্রাসাদ
পশি গিয়া ভীষণ কান্তারে—
হেরি গিয়া প্রকৃতির ভীমকান্ত ছবি !
কোথা মত্ত মাতঙ্গ উদ্দেশে
ধাইছে শার্দ্দূল, কোথা
ভীম মহীধরশিরে ভীম মহীরুহ,
ত্রিশূলীর শিরে জটারাজী যথা,
কোথা ঝর ঝর ঝরি সুন্দর নির্ঝর
বাড়াইছে পার্ব্বতীয় সরিতের কায়,—
কোথা দিবাভাগে ভীষণ আঁধার !
চল, সখা, চল ত্বরা করি,
ডাক সারথিরে,
রথ ল'য়ে আসুক সত্বর।

বিদূষক। মহারাজের সব তাতেই বাড়াবাড়ি, সব তাতেই তাড়াতাড়ি ! যাই, আমিও সারথিকে পাঠিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—স্বর্গস্থিত পথ।

বসুগণ।

পৃথু। হের আভাহীন কলেবর সবে!
অমরের দিব্য কান্তি
নাহি আর মোদের শরীরে!
ঋষি-অভিশাপে
লভিতে হইবে সবে মানব-জনম।
অনিবার্য্য ঋষিবাক্য ;—
পূর্ব্বাপর না বিচারি মোরা,
নারী প্ররোচনে,
করিনু হরণ বশিষ্ঠের ধেনু।

দ্যু। হা ধিক আমারে!
আমারি কারণ,
ভ্রাতৃগণ সহিছে যে কতই যন্ত্রণা।
হায়, কাপুরুষ আমি,
নারীর কথায়,
করিলাম অধর্ম্ম আচার।
কেন হায়, হইনু অমর,
নহে তুষানলে পশি
ত্যজিতাম এছার পরাণ।

৩য় বসু। যা' হবার হইয়াছে,
ভাবিয়া অতীত নাহি কোন ফলোদয়।
ভাব এবে সবে,
কোথা মোরা জন্মলাভ করিব ধরায়।

(গঙ্গার প্রবেশ)

বসুগণের স্তব।

কলুষহারিণী, ত্রিলোকতারিণী,
সুরধুনী নমস্তে।
ত্রিপাপনাশিনী, ত্রিপথগামিনী
জহ্নুসুতা নমস্তে॥
শুভদা, সুখদা, মোক্ষদা, বরদা
জগন্মাতা নমস্তে।
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, বিধাতৃবন্দিতা,
সরিদ্বরা নমস্তে॥
জয় জলময়ী, জয় ব্রহ্মময়ী
দয়াময়ী নমস্তে।
সকলমঙ্গলা জয় পূতজলা
মাতর্গঙ্গে নমস্তে॥

গঙ্গা। কি হেতু বিষণ্ণ হেরি বসুদেবগণ,
তোমা সবে ? নাহি আর পূর্ব্বের লাবণ্য !
অশুভ কিছু কি হয়েছে ঘটন ?
আমি জননী সমান,
বল, যদি প্রতীকার পারি করিবারে।

দ্যু। মাগো, কি আর কহিব,
তপস্বী বশিষ্ঠ দেছে অভিশাপ,
নররূপে ধরাধামে লভিতে জনম।
গঙ্গা। কেন অকস্মাৎ হেন ব্রহ্মশাপ ?
দ্যু। মম পত্নী করিল কামনা
বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী লইতে,
মোহবশে রমণীবচনে,
ভ্রাতৃগণে মিলি হরিলাম
সবৎসা নন্দিনী।
ধ্যানবলে জানি মুনি হরণবিষয়
দিলা অভিশাপ, "দুষ্ট বসুগণ,
নরজন্ম করহ গ্রহণ।"
ঋষিরোষনাশহেতু করিনু বিনয়,
পায়ে ধ'রে কতই সাধিনু ;
অবশেষে কহিলা বশিষ্ঠ,
"মম বাক্য হবেনা নিষ্ফল।
তোমার কারণ,
অভিশপ্ত ভ্রাতৃগণ,
অতএব তোমা স্বকৃতদুষ্কর্ম্মফল
ভুঞ্জিবার তরে,
ধরায় রহিতে হবে যাবত্ জীবন ;
কিন্তু অপর সকলে
সম্বৎসর পূর্ণ হ'লে শাপ মুক্ত হবে।"
কি হবে, কি হবে, মাতা, করগো উপায়

সামান্যা মানুষীগর্ভে
নারিব লভিতে জনম ;
যদি মাতা কর গো করুণা,
অধম অজ্ঞানে তব গর্ভে দেহ স্থান,—
এই নিবেদন তব রাঙ্গা পায়।

গঙ্গা। শুন শুন বসুদেবগণ,
দেবকার্য্য সাধিবার তরে
ধরিতে হইবে নারীরূপ
অচিরে আমারে,
কুরুবংশে শান্তনু ভূপাল
তাঁহার মহিষী হ'য়ে
বঞ্চিতে হইবে কাল ; করি অঙ্গীকার,
মম গর্ভে একে একে লভিবে জনম ;
ভূমিষ্ঠ হইলে একে একে সাতজনে
বিসর্জ্জিব সলিলে আমার।
শুন ওহে দ্যুনামক বসুদেব,
তোমা হ'তে মহাকার্য্য হবে সমাহিত,
ত্রিভুবন গাহিবে সুযশ,
কীর্ত্তি তব অক্ষয় রহিবে,
কালপূর্ণ হ'লে পুনঃ আসিবে অমরা !

বসুগণ। জয় মাগো পতিতপাবনি !

[একদিকে গঙ্গার ও অন্যদিকে বসুগণের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—গঙ্গাতীরবর্ত্তী বনপথ।

বিদূষক।

বিদূষক। বাপ্ রে বাপ্, রাজরাজড়ার কি বেয়াড়া কাণ্ড! মৃগয়া ক'র্‌বেন ত' এক নিমেষেরও বিশ্রাম নেই। আস্‌বার সময় রথের ঝাঁকুনিতেই ত' আমার অর্দ্ধেক প্রাণ বেরিয়ে প'ড়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে, ও রকম রথে চড়া বড় একটা ত' অভ্যাস্ নেই; এই যে কথায় বলে "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্ করে," তাই হ'য়েছে আমার। রাজাকে মৃগয়ায় নাচিয়ে কি কুকাযই ক'রেছি! কষা, বোদা, টোকো জঙ্গুলে ফলগুলো খেয়ে মানুষের প্রাণ আর ক'দিন বাঁচে। যাই দেখি, রাজাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি ঘরমুখো ক'রতে পারি, তবেই মঙ্গল।

(প্রস্থান)

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। ত্যজি গহন কানন
এবে উপনীত জাহ্নবীর তীরে;
কি সুন্দর স্থান!
সন্ধ্যা সমাগত প্রায়,
সান্ধ্য-বন্দনা করিতে
সিদ্ধ ও চারণ, গন্ধর্ব্বকিন্নর
আগত পবিত্র দেশে;—

করিলাম পশুহত্যা কত
মৃগয়ার ব্যপদেশে,
আজি সপ্তদিন ছুটিতেছি শুধু
বন হ'তে বনান্তরে, নাহিক বিরাম!

(দূরে সঙ্গীতের ধ্বনি)

মরি মরি সুস্বরলহরী—
ভেসে আসে কোথা হতে!

(পটপরিবর্ত্তন)

(গঙ্গা ও জলবালাগণের জলক্রীড়া ও সঙ্গীত)

স্বচ্ছ সলিল, স্বচ্ছ মানস, সকলি মোরা সরলা।
পুরুষ কুটিল, ছলেতে কুশল, মজাতে চাহে অবলা॥
তরঙ্গ ভঙ্গে, চললো রঙ্গে,—
জীবনে জীবন, জীবনে মরণ, জলে করি জলখেলা।
পদ্মপত্র-জল জীবন চঞ্চল, খেলে নাও এই বেলা॥

শান্তনু। অনিন্দ্য-সুন্দরী বামাবৃন্দ
করিতেছে জলকেলি;
সান্ধ্য-সমীরণে সঙ্গীতের ধ্বনি
মৃদু মৃদু ভেসে আসে;—
অপূর্ব্ব রমণী কেবা ওই
তারামালামাঝে চন্দ্রমা যেমতি,
দেবী না কিন্নরী,
অথবা অপ্সরী,

যে হয়, সে হয়, যাই সন্নিধানে,—
ললনা-ললাম রূপসী নিশ্চয়।

(জলবালাগণসহ গঙ্গার অন্তর্ধান)

(নদীকূলে যাইয়া) কোথা গেল বামাদল?
একি ইন্দ্রজাল, কিম্বা চক্ষুভ্রম মম!
না, না, হইবে অপ্সরী,
অন্তরীক্ষে হ'ল অন্তর্হিত ;
কিম্বা জলবালা,
সলিলের কায়া মিশাল সলিলে।
কিছু না বুঝিতে পারি,
কেবা সেই নারী সঙ্গিনী বেষ্টিতা,—
যাই, সন্ধ্যা সমাগত,
কি কায রহিয়া হেথা?
কিন্তু ফিরে যেতে মন নাহি সরে ;
দূর হ'তে হেরিনু তাহারে
তবু যেন তার মুখখানি
ভেসে উঠে হৃদি-সরোবরে!
নয়নে নয়ন হ'ল নিপতিত,
মনে হ'ল প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে
অপাঙ্গেতে আঁকা ;—উদ্দেশে তাহার
ছুটে এনু জাহ্নবীর কূলে,
দুর্ভাগ্য আমার,
দেখা আর হ'ল না হ'ল না।

(গঙ্গার পুনঃ প্রবেশ ও তরুমূলে উপবেশন)

ওই সেই বসি তরুমূলে,
দৃষ্টিভ্রম নহেক কদাপি,—
পুনঃ উঠে সঙ্গীতের তান!

(গঙ্গার গীত।)

এ নব বসন্তে, নব অনুরাগে
শিহরে শিহরে প্রাণ।
ফুটিল মুকুল, ভ্রমর আকুল
গুঞ্জরে মধুর তান॥
কেন এ পিয়াসা, কেন নব আশা,
কেন এ প্রফুল্ল হিয়া।
পরাণ সঁপিলে পরাণ মিলিবে
বঁধু বিনিময় দিয়া॥
আমি চাহি যারে সে কি চাহে মোরে,
কেমনে জানিব হায়।
যারে ভালবাসি, সে যদি বাসে গো,
পীরিতি-বালাই যায়॥

শান্তনু। (নিকটে যাইয়া)
ফুল্ল-অরবিন্দ জিনি
অঙ্গের লাবণি,
প্রেমে গড়া তনুখানি,—
কে সুন্দরী তুমি বসি নিরজনে—
কেবা তুমি দেহ পরিচয়?

ক্ষণপূর্ব্বে হেরিনু তোমারে
সঙ্গিনীর সহ করিতেছ জলকেলি ;
এবে বসি তরুমূলে
কাহার ধেয়ানে বললো ললনে ?
প্রেমভাষা ভাষিছে নয়ন,—
মন প্রাণ ক'রেছ হরণ ;
সাধ হয় শশাঙ্কবদনি,
কুসুমপেলব ওই কর দুটি ল'য়ে
রাখি মোর করে,—সাধ হয়
এ নব-যৌবন,
তব পদে করি সমর্পণ।
আমি হস্তিনা-ঈশ্বর—
প্রতীপনন্দন, শান্তনু আমার নাম।
তব পরিচয়দানে
বাধিত করলো মোরে।

গঙ্গা। পরিচয়ে কিবা কায হবে মহাশয় ?
প্রেমে বাঁধা প'ড়েছি দু'জনে,
দিয়াছি তোমারে প্রাণ,
দিবে তুমি প্রতিদান ;—
কিন্তু, রাজা, কর অঙ্গীকার,
যে কার্য্য করিব আমি, সৎ বা অসৎ,
করিবে না তাহে কভু বাধা দান,—
সদা মোর অনুবর্ত্তী থাকিবে ভূপাল ;
যদি মোর কার্য্যে কভু লভ অসন্তোষ,-

যদি শুনি তব মুখে অপ্রিয় বচন,—
জেন হে রাজন,
সেই দণ্ডে ত্যজিব তোমারে।
ইথে যদি হও গো সম্মত,
চল, নরনাথ, যাই তোমার আলয়ে,
মহিষী হইয়ে, সুখে র'ব বারমাস।

শান্তনু। (স্বগত) মনে পড়ে জনকের বাণী,—
দিব্যাঙ্গনা এক আসিবে সকাশে,—
সেই সব কথা
মিলিতেছে অক্ষরে অক্ষরে!
(প্রকাশ্যে) যে পণে বাঁধিবে মোরে তুমি সুবদনি,
সেই পণে র'ব বাঁধা;
করিনু স্বীকার,
তব মনোমত কার্য্যে
করিব না বিঘ্ন আচরণ।
তুমি প্রেয়সী আমার,
যদি হয় প্রয়োজন,
এ তুচ্ছ জীবন
তোমা তরে দিতে পারি বলি!
এবে চল মনোরমে,
চল হস্তিনানগরে,
রমণীর শিরোমণি তুমি—
সিংহাসনে বসাইব বামে।

ধন্য আমি,
হেন রত্নলাভ ভাগ্যে ঘটিল আমার !

গঙ্গা। চল, নাথ, ধীরে ধীরে,
নিসর্গের সৌন্দর্য্য নেহারি !

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। তাইত' মহারাজ কোথায় গেলেন ? এই ত' ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ভাগিরথীতটে উপস্থিত হ'লেম ; দেখি কূলে কূলে একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখি, যদি সন্ধ্যাবন্দনায় নিযুক্ত হ'য়ে থাকেন। (দূরে শান্তনু ও গঙ্গাকে দেখিয়া) মহারাজ না ? মহারাজের পাশে হাত ধ'রে আসে কে ? আমি মনে করেছি রাজা এতক্ষণ সন্ধ্যাহ্নিক ক'রছেন ! আজ ক'দিন ধ'রে রাজার মনটা কেমন কেমন দেখ্‌ছিলেম ;—মুখে বলেন বে ক'রব না, তার কারণ এই শর্ম্মা এতদিনে স্থির ক'রতে পেরেছেন ; ভেতর ভেতর এত বড় একটা প্রেমের অভিনয় চলে যাচ্ছে !

শান্তনু। বয়স্য, বয়স্য, দেখ দেখ মৃগয়ায় এসে আমি কি দুর্ল্লভ নারীরত্ন লাভ ক'রেছি !

বিদূষক। আপনি হ'লেন শিকারী রাজা ; তা' তা' পার্‌বেন নাই বা কেন ? ইনি কি আমাদের রাজমহিষী হবেন ? বিবাহটা কি গান্ধর্ব্ব-মতেই হ'য়ে গেল না কি ?

শান্তনু। বিবাহটা যে মতেই হ'ক না কেন, চল রাজধানীতে ফিরে যাই, শীঘ্র শীঘ্র উৎসবের অয়োজন করিগে। সাতদিন কেবল "দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্" চ'ল্‌বে।

বিদূষক। জিয়াজ্ঞে, তা হ'লেই হ'ল, তা হ'লেই হ'ল। আসুন, আমি এগিয়ে এগিয়ে আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

(সকলের প্রস্থান।)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

-ঃ*ঃ-

প্রথম গর্ভাঙ্ক!

দৃশ্য---রাজপথ।

গ্রহাচার্য্য ও একজন নাগরিক।

নাগরিক। আরে শুনেছ ভট্‌চায্, মহারাণীকে আমাদের ডাইনেয় পেয়েছে!

গ্রহাচার্য্য। তার আর হয়েছে কি? এখনই গিয়ে আমি একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ক'র্‌ছি,ডাইনী ছেড়ে ডাইনীর চোদ্দপুরুষ ছেড়ে যাবে। আর এক দণ্ড, দশ পল, পনের বিপল পরে অমাবস্যা প'ড়্‌ছে, তার সঙ্গে আবার শতভিষা নক্ষত্র। আহা ডাইনী ছাড়াবার এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর পাব না;—চল্লুম, আমি চল্লুম।

নাগরিক। তোমার ওসব তিথিনক্ষত্র রেখে দাও এখন;—মহারাজ ওসবে যখন ভিড়্‌তেন, তখন ভিড়্‌তেন—এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নাই; মহারাজ এখন সেই ডাইনে পাওয়া রাণীর গোলাম হ'য়েছেন,—রাণী ওঠালে উঠ্‌ছেন, বসালে ব'সছেন। হায়, হায়, আমাদের এমন রাজা বনে গিয়ে একটা ডাইনী বে ক'রে নিয়ে এলেন!

গ্রহাচার্য্য। তা মহারাজের কোষ্ঠী আমি এখনই গিয়ে দেখছি, পত্নীস্থানে যাতে শুভ হয়, তারই একটা ব্যবস্থা করিগে।

নাগরিক। আরে রাজার দেখা পেলে ত' ক'রবে, মহারাজ যে আজকাল সর্ব্বদাই ডাইনে রাণীর আঁচল ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

(বেগে দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ।)

২য় নাগ। মশাইরা সব সরে পড়ুন—সরে পড়ুন! ডাইনে রাণী এই রাস্তায় আসছে গো,—ওরে হরের মা! তোর হ'রেকে শীগ্যির ঘরের মধ্যে পূরে দোর বন্ধ কর্!

১ম না। আরে আবার কি হ'ল?

২য় না। আবার কি হবে! যা বছর বছর হয়ে আসছে তাই হ'ল। যেই ছেলে পেট থেকে মাটীতে পড়া, অম্নি তাকে নিয়ে চোঁ-চা দৌড়! বলে, ছেলেকে গঙ্গার দিয়ে আস্‌ব। মন্ত্রীমশাই, বিদূষক মশাই, সকলে কত ক'রে বোঝালেন—মাগী নাছোড়-বান্দা। ছেলে নিয়ে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছে!

১ম না। মহারাজ কেন তাতে বাধা দিলেন না?

২য় না। কি জানি মশাই, বোধ হয় রাজাটাকে মাগী গুণ করেছে; নৈলে, এই ক'বার জ্যান্ত ছেলে জলে ফেলে মার্‌লে, মহারাজ একটা কথাও কইলেন না।

গ্রহাচার্য্য। এসব গ্রহ-বৈগুণ্য! আমি গিয়ে ভাল ক'রে পঞ্চমস্থানটা আর সপ্তম স্থানটা দেখছি।

২য় না। আরে রেখে দিন আপনার পঞ্চম স্থান, এখন ছেলে পুলে নিয়ে এ স্থান থেকে প্রস্থান ক'রতে পার্‌লেই মঙ্গল। ওরে হ'রের মা, হ'রের মা! ডাইনী আস্‌ছে রে— হ'রেকে ঘরে পোর্।　　(প্রস্থান)

১ম না। আমিও বাড়ী যাই, ছেলেদের সাবধান করিগে,—ডাইনীর নজর টজর না লেগে যায়! (প্রস্থান)

গ্রহাচার্য্য। বোধ হয় বারবেলাতে আজ বাড়ী থেকে পা বাড়িয়েছি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—কক্ষ।

শান্তনু।

শান্তনু। বৃথা ক্ষত্র হ'য়ে জন্মেছি ধরায়,—
জাহ্নবী-পুলিনে করিয়াছি পণ,
বুঝি আর রাখিতে নারিব।
ধন্য, ধন্য, রমণীর মায়া!
মোহিনীর মোহজালে ভুলি,
বিবেকেরে দিয়ে জলাঞ্জলি,
হইলাম কামিনীর দাস;
একে একে সাত পুত্রে দিনু বিসর্জ্জন!
শাস্ত্রের বচন,
পিতৃপুরুষের পিণ্ডলাভ হেতু
করিবেক উদ্বাহ-আচার।
সেই পুত্রগণে—সেই বংশধরগণে,—

আত্মা হ'তে যাদের জনম,—
অকালে কালের গর্ভে দিনু পাঠাইয়া।
মহাভ্রম হ'য়েছে জীবনে,—
কুসুমের মালা বলি
ধরিয়াছি কালসর্পী গলেতে আমার,—
তীব্র হলাহলে জর্জ্জরিত হ'ল কায়!
গর্ভবতী হইয়াছে মহিষী আবার ;
যদি সে পাষাণী—
পুনঃ চাহে বধিতে তনয়ে,
হ'ব তার প্রতিবাদী।
ছেড়ে যাবে রাণী মোরে,—
যায় যাক্,—পুত্রশোক চেয়ে
পত্নীর বিরহ শতগুণে ভাল।
ওই আসিছে নির্ম্মমা,
বুঝি নবজাত সন্তানে লইয়ে।

(নবপ্রসূত শিশুকে লইয়া গঙ্গার প্রবেশ)

আরে আরে পুত্রবিঘাতিনি,
সাত পুত্রে করেছিস্ নাশ,
তবু বুঝি হয় নাই রাক্ষসীর
বাসনা পূরণ, বুঝি চাস্ বধিবারে
হেন সুলক্ষণ কুমারে আবার।
কে বলে নারীর হৃদি কোমলতা ভরা,
কিম্বা মায়াবিনী তুই পিশাচী নিষ্ঠুর,
কেমনে জানিবি কারে বলে স্নেহ-মায়া ?

এই মম অষ্টম তনয়,
রক্ষিব ইহারে—নাহি চাহি তোরে।

গঙ্গা। মোহবশে কটুকথা কহ না রাজন্,
শুন দিয়া মন,
কেবা আমি, কেবা তুমি, কেবা পুত্রগণ।
ইক্ষ্বাকু বংশেতে
মহাভিষ নামে ছিলে তুমি নরপতি ;
করি বহুযজ্ঞ আচরণ
স্বর্গলাভ হ'য়েছিল তব।
একদিন বিরিঞ্চি-সমীপে
বিক্ষিপ্ত হইল যবে মম অঙ্গবাস
সমীরণভরে, কামাতুর হ'য়ে
হেরেছিলে তুমি মোর আপাদমস্তক।
স্বর্গের অযোগ্য তোমা বুঝি পদ্মযোনি
প্রেরিলেন মর্ত্ত্যলোকে,—
লভিবে ত্রিদিব পুনঃ জীবন অন্তেতে।
যদি চাহ পূর্ব্বস্মৃতি ক্ষণেকের তরে,
অঙ্গস্পর্শ কর মোর,—বুঝিবে কে আমি !

(শান্তনুর গঙ্গার অঙ্গে হস্তক্ষেপ)

ক্ষম দোষ, ক্ষেমঙ্করি,
পতিত-পাবনি, হরশিরোবিহারিণি !
আশ্রিত অধমে রাখ মাগো রাঙ্গা পায় ;
অজ্ঞানে মা করিয়াছি কত পাপ,—
পত্নীভাবে ক'রেছি গ্রহণ !

মাগো হিমাদ্রিনন্দিনি,
পুত্রশোকে হইয়ে কাতর,
পাষাণী বলিয়া তোমা ক'রেছি ভৎর্সনা ;
পুনঃ কত হইবে সহিতে ;—
তার গো দুস্তরে নিস্তারকারিণি !

গঙ্গা। ত্যজ ভয়, কুরুরাজ,
দেবকার্য্যে লভেছি জনম দোঁহে ;—
তব পুত্রগণ নহে সামান্য মানব,—
বশিষ্ঠের অভিশাপে
অষ্টবসু জন্মেছে ধরায় ,
সপ্তবসু শাপমুক্ত এবে,
আছে মাত্র এই,—
সযতনে পালহ ভূপাল এ কুমারে ;
হবে দেবদ্বিজে ভক্ত,
রাখ নাম দেবব্রত ;—
হইয়াছে কার্য্য শেষ মম,
চলিলাম আমি।

শান্তনু। দাঁড়াও দাঁড়াও মাতা,
শ্রীচরণে করি নিবেদন,—
আর মম নাহি রাজ্য-সুখ-আশা ;
গর্ভে স্থান দেছ এ নন্দনে
এর পালনের ভার
লইতে হইবে তোমা ;
জননীর করুণাব্যতীত,

জননীর সুশিক্ষা-ব্যতীত,
নাহি হবে সন্তানের মনুষ্যত্বলাভ।
বিশেষতঃ সংসারেতে নাহি মন আর,
যাব বনবাসে,
করিব তপস্যা নিজ ইষ্টলাভ লাগি।

গঙ্গা। মতিমান্,
কর সম্প্রদান তনয়ে আমারে ;
বিধিমতে ক্ষত্রধর্ম্ম শিখাব বাছারে,—
কিন্তু রাজা, পুনঃ ফিরে আসিবে সংসারে,
করিবে আবার
অন্য কোন কামিনীর পাণি-সংগ্রহণ।

(প্রস্থান)

শান্তনু। একি প্রহেলিকা জীবনে আমার !

(প্রস্থা·

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

গ্রহাচার্য্য ও নাগরিক।

গ্রহাচার্য্য। কিহে বাপু, তুমি না সেদিন ব'লেছিলে, ডাইনি ছাড়াতে পার্‌ব না ; এখন দেখ্‌লে একবার ব্যাপারখানা,—এমন

গ্রহযাগ ক'রলুম যে ডাইনিকে একেবারে দেশছাড়া ক'রে ছাড়লুম। কিহে, এখন যে কথা কইছো না ?

নাগরিক। এজ্ঞে, ঠাকুরমশাই, আমি ত' আপনাকে কোন কথা বলিনি।

গ্রহাচার্য্য। তুমি বলনি ত', সেদিন আমি কার সঙ্গে এত বচসা—বাগ্‌বিতণ্ডা—তর্কবিতর্ক ক'রলুম। নিশ্চয়ই তুমি ব'লেছিলে, এখন আমার ক্ষমতা স্বীকার করে যাও।

নাগরিক। কাকে আপনি কি কথা ব'লছ; আমি ত' আপনাকে চিন্‌তে পার্‌ছি না।

গ্রহাচার্য্য। এখন্ চিন্‌তে পারবে কেন ? এখন যে সব থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়েছি,—জোতিষের প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে দিয়েছি। তুমি জ্যোতিষশাস্ত্র স্বীকার ক'র কি না ?

না। খুব করি ঠাকুর মশাই।

গ্রহা। তবে আমি রাজার ডাইনী ছাড়িয়েছি, একথা স্বীকার ক'রছ না কেন ? তুমি বুঝি ন্যায়শাস্ত্র পড় নি।

না। ঐটিই অল্যাই হ'য়ে গেছে,—ল্যায় শাস্তরখানা পড়া হয় নি।

(দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

গ্রহা। ওহে শোন, শোন, তুমিও না সেদিন ছিলে ? তুমিও ব'লেছিলে রাজার ডাইনী ছাড়াতে পারব না; এখন দেখ্‌লে ত' ?

২য় না। আপনাকে কি ও কথা নিবেদন ক'র্‌তে পারি, আপনি হ'লেন জ্যোতিষে সাক্ষাৎ মা সরস্বতী !

গ্রহা। নিশ্চয়ই তুমি বলেছিলে, এখন সে কথাটা তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ।

২য় না। মিথ্যে কথা কেন কই'ব? আপনি হ'লেন গিয়ে ঠাকুরমশাই, আপনার কাছে কি মিথ্যে কথা বল্‌তে পারি!

গ্রহা। আর আমি মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছি। দূর হ' বেল্লিক বেটারা—দে আমার পথ ছেড়ে দে!

১ম না। ওরে ঠাকুর খেঁপেছে রে—খেঁপেছে!

গ্রহা। তবে রে পাজী ব্যাটারা, ছুঁচো-ব্যাটারা—

(নাগরিকদ্বয়ের পলায়ন, তৎপশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে প্রস্থান)

(জনৈক সাধুর প্রবেশ ও গীত)

কেন বৃথা ক্রোধ, কেন বৃথা কাম,
মোহমদে কেন মজ অবিরাম,
জীবন-যৌবন, ঐশ্বর্য্য-সম্মান,
সকলই অনিত্য এ সংসারে।
ক্ষুদ্র রেণু হ'য়ে কর নিজ গর্ব্ব,
বিরাট্ নিকটে কত তুমি খর্ব্ব,
ত্যজ অভিমান, যদি মোক্ষধর্ম্ম
বাসনা তোমার, জীব, থাকেরে।
তুমি হে সসীম, তুমি হে নশ্বর,
ভাবহে অসীম, অব্যয়, অক্ষর,
চিদানন্দময় বিভু, বিশ্বেশ্বর,
পরম পুরুষ, পরাৎপরে!

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,---বশিষ্ঠাশ্রমের সম্মুখবর্ত্তী স্থান।

বেদব্যাস।

বেদব্যাস। শুনিনু ত্রিদিবে,
জন্মিবেন নারায়ণ দ্বাপরের শেষে ;
দেখিতেছি সূচনা তাহার,—
হইতেছে ক্ষত্রগণ অধর্ম্ম-আচারী ;
করিবারে দুষ্কৃত্ নিধন,
সাধুগণ পরিত্রাণ,
অবতীর্ণ নারায়ণ হবেন ধরায়।
নবধর্ম্ম হইবে স্থাপিত ;
সে ধর্ম্ম-মহিমা ঘোষিতে হইবে মোরে।
শুনেছি প্রাচীন গাথা,—
যুগে যুগে যবে,
নরদেহ ধরেন মাধব,
দেবগণ নিজ অংশে লভেন জনম
ধরণী মাঝারে,—কেহ পূর্ব্বে, কেহ পরে ;
কিন্তু এই আর্য্যাবর্ত্তে, অদ্যাবধি
সেরূপ মানব পড়ে নাই দৃষ্টি-পথে।
বশিষ্ঠ-আশ্রম হেরিতেছি অবিদূরে,—
জিজ্ঞাসি কুশল তাঁর।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। স্বাগত হে মহর্ষিপ্রধান!
কোথা মম শিষ্যগণ,—
মুনিবরে করহ বন্দনা—
এসেছেন ব্যাসদেব,
মানবের হিতের কারণ,
ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব,
এই চারি ভাগে
ক'রেছেন যিনি বেদের বিভাগ।

(দেবব্রতের প্রবেশ ও বেদব্যাসকে প্রণাম)

বেদব্যাস। তপোধন,
হেরিতেছি অদ্ভুত কুমার!
সর্ব্বসুলক্ষণে বিভূষিত অঙ্গ;—
কোন্ বংশ হইয়াছে ধন্য
ইহার জনমে? উন্নত ললাট,
আয়ত উরস্, আজানুলম্বিত বাহু;
হের আঁখি, জিনি ইন্দীবরদল
করে ঢল ঢল,
হের ভীমকান্ত বপুঃ মনোহর;
হের মুখের ভঙ্গিমা,
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা
লেখা যেন অক্ষরে অক্ষরে;
মনে হয় শাপভ্রষ্ট দেবতা নিশ্চয়।
ঋষিবর, হেন শিষ্য পেলে তুমি কোথা?

বশিষ্ঠ। কহিতেছি দ্বৈপায়ন কেবা এ বালক।
দেবব্রত, সতীর্থের সনে
কর গিয়ে পাঠাভ্যাস।

দেবব্রত। যথা আজ্ঞা গুরুদেব!

(প্রস্থান)

বশিষ্ঠ। যা' কহেছ, সত্য বেদব্যাস;—
শাপভ্রষ্ট দেবতা বালক;
ছিলা বসুদেব, মম শাপে
নররূপ লভেছে ভূতলে;
জাহ্নবী জননী,
কুরুরাজ শান্তনু ইহার পিতা।
করিয়াছি বহু অধ্যাপন,
কিন্তু এহেন মেধাবী বালক
হেরি নাহি কভু; সুরগুরু বৃহস্পতি,
কিম্বা শুক্র অসুর-আচার্য্য,—
বিদ্যাবুদ্ধি বলে,
কোন অংশে ন্যূন নহে তাহাদের চেয়ে।

বেদব্যাস। ভাবিয়াছি যাহা,
অসংশয় স্থির তাই।
অবধান মহর্ষিপ্রধান,
ধ্যানে বসি একদিন
ভাবিতেছি জন্মিবেন কবে নারায়ণ
ভূভার-হরণ-হেতু;
হেরিলাম ধ্যানযোগে ভবিষ্যৎ ছবি,—

জামদগ্ন্য ভৃগুরাম,—
নারায়ণ অংশে জনম যাহার,—
যেই বীর একবিংশবার
নিঃক্ষত্রিয়া ক’রেছে মেদিনী-—
ক্ষত্রহস্তে যেই দিন হবে পরাজিত,
সেই দিন নবযুগ উদিবে ধরায়।
দেখিলাম বালকের বীরত্ব লক্ষণ ;
মনে লয় রাম-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে
এই বীর হ’তে ;—নাহিক বিলম্ব আর,
পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হবেন কেশব।

বশিষ্ঠ। যা’ কহিলে সত্য সব ;
শুনিয়াছি অই কথা ধাতার সমীপে ;
শুনিয়াছি আরও দেব,
শান্তনুর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ,
ভারতবংশের বীর উপলক্ষ্য করি,
স্থাপিবেন হরি
নবধর্ম্ম এ ভারতে ;
কিন্তু মাতা সুরধুনী কহিলেন মোরে,—
“আমার বাছনি
চিরকাল রহিবে কুমার,
করিবে না বিবাহ কথন।”
হোথা শান্তনুভূপতি
করিতেছে মহাতপ স্বর্গলাভ লাগি ;
মনে নাহি লয়,

পুনরপি পরিণয় করিবে নৃপতি ;
তবে হে দ্বৈপায়ন ! হে মহাতপোধন !
কুরুবংশ কিসে রক্ষা পাবে ?
নর-নারায়ণ অপূর্ব্ব মিলন
কেমনে হে হবে সংঘটিত ?

বেদব্যাস। হেথা জ্ঞানচক্ষু আবরিত মম।
যাই পিতা পরাশর পাশে,
সন্দেহ-ভঞ্জন যদ্যপি হে হয়।

বশিষ্ঠ। নমস্কার দেব বেদব্যাস।

বেদব্যাস। নমস্কার ব্রাহ্মণচরণে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—বশিষ্ঠাশ্রম সন্নিহিত কানন।

দেবব্রত, ব্রাহ্মণ-বালকগণ ও ক্ষত্রিয়-বালকগণ।

দেবব্রত। হের দূরে সতীর্থ-মণ্ডলি,
মনোরম মৃগ এক করিতেছে ক্রীড়া,
গুরুর প্রসাদে করিয়াছি অস্ত্রশিক্ষা,
দিব তার আজি পরিচয়।

দেখ মোর শরের সন্ধান,
করিনু প্রতিজ্ঞা, মারিব নিশ্চয় মৃগে।
হের কুরঙ্গম চলিল ছুটিয়া,
যাই আমি উহার উদ্দেশে।

(প্রস্থান)

(ব্রাহ্মণ বালকগণ ও ক্ষত্রিয় বালকগণের গীত)

ব্রাহ্মণ বা। শমদম আচরণ করিব জ্ঞান অর্জ্জন,
আমরা যে ব্রাহ্মণ সন্তান।
ক্ষত্রিয় বা। দুষ্টে করিব দমন, শিষ্টে করিব পালন
আমরা যে ক্ষত্রিয় সন্তান।
ব্রাহ্মণ বা। ক্ষমা বলে বলীয়ান্ হ'ব মুনি মতিমান্
আমরা যে ব্রাহ্মণসন্তান।
ক্ষত্রিয় বা। লভি শৌর্য্য, লভি বীর্য্য, হইব জগৎ পূজ্য
আমরা যে ক্ষত্রিয়সন্তান।
সকলে। জয় জয় বশিষ্ঠ, জগতে বরিষ্ঠ,
আশীষ দেব করহ দান॥

১ম ক্ষত্রিয় বালক। মৃগের পশ্চাতে দেবব্রত
ছুটে গেছে বহুক্ষণ,—
নাহি জানি বিলম্বকারণ,
চল যাই তার অন্বেষণে।

(দেবব্রতের প্রবেশ)

দেবব্রত। এস, এস বন্ধুগণ,
দেখিবারে চাহ যদি অদ্ভুত ব্যাপার!
লক্ষ্য করি কুরঙ্গমে
ছুটিলাম প্রাণপণে তাহার পশ্চাতে,—

উপনীত হ'নু ক্রমে ভাগিরথী-তীরে ;
অন্য দিকে নাহি হেরি পথ,
সভয়ে কুরঙ্গ জলে দিলা ঝাঁপ ;—
স্মরি মনে মনে শ্রীগুরুচরণ,
স্মরি মনে মনে জাহ্নবী মাতারে,
শোষকাস্ত্রে শুষিলাম বারি মুহূর্ত্তেকে ;
ল'য়ে অন্য শর,
হইয়ে সত্বর, মারিয়াছি মৃগে,—
পালিয়াছি প্রতিজ্ঞা আমার।
তটিনীর গতিরোধ
দেখিবারে চাহ যদি, চল মোর সাথে।

(সকলের প্রস্থান)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। বাবা, আমাদের রাজার সবই বেয়াড়া কাণ্ড! বে ক'র্ব না—বে ক'রব না ক'রে—কোত্থেকে একটা ডাইনী মাগীকে বে ক'রে নিয়ে এলেন। ডাইনী যদি বা রাজাকে ছাড়্‌ল রাজা তাকে ছাড়তে চায় না,—সেই ডাইনী মাগীর দুঃখে একেবারে বনে এসে তপস্যায় বসে গেলেন। অমন সোণার চাঁদ ছেলে, তাকে সেই মাগীটার হাতে সঁপে দিলেন ; তবে শুনছি নাকি কুমার এক্ষণে বশিষ্ঠাশ্রমে আছে। যাই। হ'ক আগে ছেলেকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর, তারপর বানপ্রস্থ নাও ;—যে রকম মান্ধাতার আমল থেকে চলে আস্‌ছে সেই রকম কর, না সনাতন পদ্ধতি একেবারে সব উল্টে দিলে। দেখি, খুঁজে

পেতে দেখি,—একবার রাজার দেখা পেলে সব কথা বুঝিয়ে বলি। ওঃ কি জঙ্গল, পথ পাবার যোঃ নেই।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। অদ্ভুত ঘটনা হেরিনু অদূরে,—
দৃষ্টপূর্ব্ব নহেক কদাপি ;—
লোকাতীত কার্য্য করিল বালক !
দেখিয়াছি ক্ষত্রবীর্য্য
বহুবার জীবনে আমার,
কিন্তু হেন শিক্ষা হেরি নাহি কভু।
দেখিয়া বালকে
হ'ল মনে বাৎসল্য উদয়,
মনে হ'ল দেবব্রত আমার তনয়,—
হেরি নাই বহুদিন তারে,—
যাই, পরিচয় জিজ্ঞাসি তাহার।

(সঙ্কীর্ণ বনপথ মধ্যে বিদূষকের উপর শান্তনুর পতন)

বিদূষক। কে হে মশাই আপনি ! পথ দেখে চল্‌তে পারেন না ? এই রকম ক'রে কাঁটাবনে ঠেলে ফেলে দিতে হয়। দেখুন দেখি ব্রহ্মরক্তপাত হ'ল।

শান্তনু। বয়স্য ! বয়স্য ! ক্ষমা কর।

বিদূষক। মহারাজ ! মহারাজ !

(উভয়ের আলিঙ্গন)

শান্তনু। পাইয়াছি বন্ধুদরশন ;—
নাচিতেছে পুনঃ দক্ষিণ নয়ন,

পুত্রদরশন পাইব নিশ্চয়।
চল, সখা, যাই পুত্রের উদ্দেশে।

বিদূষক। মহারাজ প্রলাপ বক্‌ছেন নাকি? এই ঘোর অরণ্য মধ্যে ভাগ্যবশে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হ'য়েছে,—এখানে আপনার পুত্র কোথায়?

হেরহ ব্রাহ্মণ
অদূরে জাহ্নবী-তীরে।

(পট পরিবর্ত্তন)

(গঙ্গাজল দ্বিধা বিভক্ত,—মধ্যে শরবিদ্ধ কুরঙ্গ,
তীরে দেবব্রত ও বালকগণ)

শান্তনু। কেবা তুমি অদ্ভুত বালক?
অলক্ষ্যে তোমার,
হেরিয়াছি তব শরের সন্ধান।
বলহ ধীমান,
কিবা তব নাম, কেবা তব পিতা?

(জলমধ্য হইতে গঙ্গার দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব)

গঙ্গা। শান্তনু রাজন্,
আপন নন্দনে নারিলে চিনিতে!
এই তব অষ্টম তনয়,
মহাভাগ দেবব্রত,—
শিখিয়াছে সর্ব্বশাস্ত্র বশিষ্ঠসকাশে।
মহাবীর তনয় আমার,—
আখণ্ডল সম বলীয়ান্;

জামদগ্ন্য রাম
শিখিয়াছে ধনুর্ব্বেদ যথা,
তথা মোর শিখেছে কুমার ;—
রাজধর্ম্মে ক্ষত্রধর্ম্মে হয়েছে নিপুণ।
এবে পুত্র সহ যাহ রাজা
হস্তিনানগরে,
যৌবরাজ্যে অভিষেক করহ ইহারে।
দেবব্রত, যাও পিতৃসনে,—
বৎস, স্মরিবে যখনই মোরে
পাবে মম দরশন।

বিদূষক। তুই ডাইনী ন'স্ ত' ডাইনী কে ? রোজ হাজার হাজার মড়া খাস, তাতেও বুঝি তোর পেট ভরে নি, তাই নিজের জ্যান্ত ছেলেগুলো খেলি ! মা, মা, তুই ত সকলের প্রতি করুণা-নয়নে চাইলি, এখন অন্তে আমার হাড় ক'খানা যেন তোর গর্ভে স্থান পায়, এই বরটা দিয়ে যা মা !

গঙ্গা। স্বধর্ম্ম-আচারী হে ব্রাহ্মণ !
বহুপুণ্য-ফলে, নর-কলেবরে,
পেয়েছ দর্শন মম ;
বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আছে তব মতি,
হিতাকাঙ্ক্ষী তুমি সতত রাজার,—
অন্তে তুমি পাইবে আমায়।

(জলবালাগণের প্রবেশ ও গীত)

জয় জয় হিমগিরিনন্দিনী।
জয় ধূর্জ্জটি-মূর্দ্ধজ-বিহারিণী।

রজতবরণ, কলকলস্বন,—
জয় কলুষহরা, বরাভয়করা,
জয় পতিতপাবনী।
আনন্দদায়িনী নমো মন্দাকিনী,
জয় ভাগিরথী সুরধুনী।

(সকলের প্রস্থান)



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—পরাশর মুনির আশ্রম।

পরাশর ও বেদব্যাস।

বেদব্যাস। পিতা, সংশয় উঠেছে চিতে ;—
শুনিলাম বশিষ্ঠের পাশে,
আজীবন দেবব্রত রহিবে কুমার !
কারে পুনঃ শান্তনু ভূপাল
ভার্য্যারূপে করিবে গ্রহণ,—
না করিলে পুনঃ পুত্র উৎপাদন,
হবে ব্যর্থ বিধির বচন !
শুনিলাম, জাহ্নবী-আদেশে,
এসেছেন ফিরে রাজা হস্তিনানগরে,
কিন্তু,
নাহি হেরি হেন ভাগ্যবতী নারী—
বরিবে তাহারে, বরেছিলা যারে
আপনি জাহ্নবী দেবী মুনীন্দ্র-বন্দিতা।

পরাশর। শুন দ্বৈপায়ন,
সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা মিথ্যা নাহি কহে,—

চন্দ্রবংশ ধ্বংস নাহি হবে এবে ;
যাঁর গর্ভে জনম তোমার,
তাঁর কথা ধ্যানে তব হয়নি উদয় ;
তব মাতা সত্যবতী,
বিধাতৃ-নির্দ্দেশে,
হইবেন শান্তনু-ঘরণী,—
নাহি আর অপর রমণী,
প্রতীপ-তনয়-প্রণয়ভাগিনী
হ'তে পারে যেই।

বেদব্যাস। একি লীলা, লীলাময়, তব,
বুঝিতে না পারি ; পিতা, কর আশীর্ব্বাদ,
পারি যেন বর্ণিবারে
ভারতবংশের পবিত্র কাহিনী।

পরাশর। মনীষী তনয়,
মনস্কাম পূর্ণ হবে তব।

বেদব্যাস। পদাম্বুজে প্রণাম আমার।

(প্রস্থান)

পরাশর। যোগবলে করিয়াছি আকর্ষণ,—
আসিতেছে সত্যবতী সমীপে আমার।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্যবতী। কেন নাথ ক'রেছ স্মরণ,—
দাসী বলে পড়েছে কি মনে ?
মনে পড়ে সেই চাঁদিনী যামিনী,—

পূর্ণ শশধর হ'তে রজতের ধারা
পড়েছিলা কালিন্দীর কাল জলে,—
মিশেছিলা উজ্জ্বলে সুন্দর ;—
মনে পড়ে সেই নিস্তব্ধ নিশায়
যমুনার বুকখানি ক্ষেপণি-আঘাতে
কেঁপেছিলা থরথরি ;—তরণী উপরে
মোর ক্ষুদ্র হৃদিটুকু দুরু দুরু করি
তরঙ্গের তালে তালে উঠিল নাচিয়া ;—
না বুঝিনু প্রণয়ের প্রথম সম্ভাষে
আনন্দ কি ভয়! তার পর কত নিশি
কাঁদিয়াছি শুধু সেই মিষ্ট আলাপন
শুনিব বলিয়া, কিন্তু নাথ,
পরাধীনা আমি—

পরাশর। মম দোষ নাহিক, ভামিনি ;—
তোমার লাগিয়া দাসরাজে
করিয়াছি কত অনুরোধ,—
প্রত্যাখ্যান তব পিতা করিলা আমারে।
শুন সুলোচনে,—
কি কারণ করেছি স্মরণ এবে ;
উদ্ভিন্ন যৌবন পরিপূর্ণ তব,
ত্যজি মম আশ, বর অন্য বরে।

সত্যবতী। হেন কথা ঋষিরাজ ক'হনা আমারে ;
যদিও এদাসী ধীবরের কন্যা,
কিন্তু ধন্যা আমি, একদিন পাইয়াছি

ও পদরাজীব ; ছিনু মৎস্যগন্ধা
জুগুপ্সিতকায়া, এবে পদ্মগন্ধা
ও পদ প্রসাদে ; তোমা বিনা অন্যজনে
স্বপনে কি জাগরণে ভাবি নাহি কভু ;—
যদি, প্রভু, বেসে থাক ভাল মোরে
তিলেকের তরে, হেন আজ্ঞা
ক'রনা দাসীরে।

পরাশর। সত্যবতি, কহি হিত শুনহ তোমার,—
তপের প্রভাবে মম
পুনরপি কন্যাবস্থা লভিয়াছ তুমি,—
অন্যে পরিণয়ে
ধর্ম্মহানি হবেনা তোমার।
হস্তিনার অধীশ্বর শান্তনু রাজারে
পতিভাবে করহ গ্রহণ ;
দেবাদেশে কহি তোমা,
তোমা হ'তে দেবকার্য্য হবে সমাহিত।

সত্যবতী। বুঝিয়াছি নাথ,
দাসীরে পরীক্ষা হেতু কহিছ এ কথা ;—
চাহ ভুলাইতে রাজ্য-প্রলোভনে !
অধিক কি ক'ব,—অজ্ঞা আমি দাস-কন্যা ;
কিন্তু করি নিবেদন,
তোমা ছাড়ি তপোধন,—
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,—
নাহি চাহি অন্য পুরুষেরে ;

নাহি জানি ধর্ম্ম কথা,—
পড়ি নাই পুরাণ-কাহিনী,
তবে সার জানি,
পতিমাত্র গতি অবলার ;—
ঠেলিওনা মুনিবর দাসীরে শ্রীপদে।
দরিদ্রের কন্যা আমি
নাহি চাহি রাজ্য-সুখ ;—
তোমার আশ্রমে
স্বর্গ-সুখ লভিব মহর্ষি ।
তব ইষ্ট পূজা লাগি বনে বনে ভ্রমি
আহরিব কুসুম-নিচয়,—
পুষ্পাধারে থরে থরে রাখিব যতনে।
তব উপদেশে,
নারীধর্ম্ম শিখিব বিশেষে।
এর চেয়ে,
রাজরাণী হ'য়ে কি সুখ লভিব ?

পরাশর। ধৈর্য্য ধর ব্যাসের জননি ;—
দেবকার্য্য হেতু করেছিনু অনুরোধ,—
যথা ইচ্ছা করগো কল্যাণি।

সত্যবতী। নারিনু রাখিতে এবে তব উপরোধ !

(প্রস্থান)

পরাশর। না বুঝিয়া মনোব্যথা দিলাম সতীরে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

শান্তনু, বিদূষক, মন্ত্রী, কঞ্চুকী প্রভৃতি।

বিদূষক। মহারাজ, আপনি ত' অনেক দিন রাজত্ব করলেন ;—আর কেন ভূতের বোঝা ঘাড়ে ক'রে বেড়ান,—কুমার দেবব্রতকে এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে দিন কতক হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচুন।

শান্তনু। সত্যই, বয়স্য, করিয়াছি স্থির,
শুভদিন দেখি দেবব্রতে যৌবরাজ্যে
করি অভিষেক, লভিব বিশ্রাম আমি।
পৌরজানপদগণ পুত্রগুণ-গ্রামে
সকলি মোহিত ;—
ওহে অমাত্য-প্রধান,
অভিষেক-আয়োজন করহ সত্বর।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা, মহারাজ! (প্রস্থান)

শান্তনু। কঞ্চুকী কোথায়?
আন পুত্রে সভামাঝে।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান।

শান্তনু। দেবের প্রসাদে লভিয়াছি দেবব্রতে,—
বড় ভাগ্য মম ;—হে ব্রাহ্মণ,
যাহ তুমি বশিষ্ঠ সমীপে,—

বন্দি চরণারবিন্দ তাঁর,
জানাবে বারতা,
সশিষ্য মহর্ষি যেন আসেন হস্তিনা।

বিদূষক। মহারাজ, আবার এই বুড়ো বামুনকে জঙ্গলের মধ্যে পাঠাচ্ছেন। যাই, একবার গিয়ে মার দেখা পেয়েছি, এবার মার দিব্যমূর্ত্তি দেখ্‌তে না পাই, মার শীতল জলে ডুব দিলেও সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। (প্রস্থান)

(দেবব্রতের প্রবেশ।)

দেবব্রত। পিতৃপদে প্রণাম আমার।

শান্তনু। হও চির-আয়ুষ্মান্,
অগ্রগণ্য বীর বলি বীরেন্দ্রসমাজে
হও চির-বরণীয়।
হে গাঙ্গেয়, উপযুক্ত পুত্র তুমি মম,
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি,—
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তুমি ;
তাই করিয়াছি অভিলাষ,
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব তোমায়,
পুত্রসম পালিবে প্রজায়,—
জ্ঞানবৃদ্ধ তুমি,—কি আর কহিব তোমা।

দেবব্রত। পিতা, তব আজ্ঞা বেদ সম গণি ;—
যথাশক্তি কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন, তব প্রতিনিধিরূপে।
যেই শিক্ষা এত দিন লভিয়াছি, দেব,

কার্য্যে তাহা দেখাব এবার,—
ভ্রম যদি দেখহ আমার,
নিজগুণে করিও মার্জ্জনা।

শান্তনু। পরিতুষ্ট বচনে তোমার।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। কহিলেন পুরোহিত,
কালি প্রাতে অতি শুভক্ষণ,—
অভিষেক-আয়োজন এখনি করিতে।

শান্তনু। মন্ত্রিবর, হও হে তৎপর,—
চল যাই করি আয়োজন।

(দেবব্রত ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দেবব্রত। নিতে হবে গুরুভার,—
কোথা মা জাহ্নবি,
বল দাও তনয়ে তোমার।　　(প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অভিষেক-মণ্ডপ।

দেবব্রত ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি হস্তে পুরনারীগণ।

(পুরনারীগণের গীত।)

তোমার কুমার　　শিরেতে, জননি,
ঢালিগো তোমার বারি।
শুভ অভিষেকে　　আশীষ কর মা,
অশুভ সব নিবারি॥

অক্ষত মঙ্গল, ধান্যদূর্ব্বাদল,
দেবী-অর্ঘ্য ধর শিরে।
সতত বিজয়, সতত অভয়,—
দেহি অভয়া কুমারে॥

(পুরনারীগণের প্রস্থান।)

(বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

বশিষ্ঠ। দেবব্রত, যৌববাজ্যে তোমা
অভিষিক্ত হেরি আজি,
কি আনন্দ অন্তরে আমার
বর্ণিতে না পারি! করি আশীর্ব্বাদ,—
কর সুখে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন।
ক'রেছি মানস,
অদ্যই হস্তিনা ছাড়ি করিব প্রস্থান।

দেবব্রত। গুরুদেব, করি আকিঞ্চন,
কিছু দিন আর থাকি হস্তিনানগরে
তত্ত্ব-উপদেশ কর মোরে দান,
যাহে অন্তে পাই হে নির্ব্বাণ,—
চিরশান্তি জীবাত্মার।

বশিষ্ঠ। বৎস, যুবরাজ তুমি এবে,—
পিতা তব এখনও জীবিত,
তাঁহার আদেশ পালিবে যতনে,
শ্রেয়োলাভ হইবে তোমার;—
কায়মনোবাক্যে শান্তনুকুমার
পিতৃসেবা করিবে সতত।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিখিবার
আছে হে সময়,—এবে কর তাঁর পূজা,
প্রত্যক্ষ দেবতা যিনি।
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র,
পিতৃসত্যরক্ষাহেতু, রাজ্য ত্যজি
দ্বাদশ বৎসর করিল অরণ্যবাস,—
হইল ভুবনপূজ্য স্বার্থ তেয়াগিয়া।
দাশরথি রাম,
ভক্তিতে আদর্শ যেন হয় গো তোমার।

দেবব্রত। শুনি, গুরুদেব, লোকশিক্ষা হেতু
রামরূপ ধরিলা শ্রীহরি ;—
কিবা ভাগ্য করিয়াছি আমি,
পিতৃভক্তি-পরিচয় দিব সেইরূপ।

বশিষ্ঠ। নহ তুমি সামান্য মানব,
দেব-অংশে জনম তোমার,—
ত্রেতাযুগে ঘটেছিল যাহা,
ততোঽধিক ঘটিবে দ্বাপরে,—
কীর্ত্তিমান্ হবে মতিমান্!
যাই আমি আশ্রমে আমার।

(প্রস্থান)

দেবব্রত। কিছু না বুঝিতে পারি,—
কেবা ছিনু আমি,—

মাতা সুরেশ্বরী
গর্ভে মোরে দেছে কেন স্থান !
কি কায ভাবিয়া ?
আছে বহু কর্ত্তব্য আমার,—
যাই রাজকার্য্যে করি মনোযোগ।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—যমুনানদীর তীর।

সত্যবতী ও ধীবর-কন্যাগণ।

(ধীবর-কন্যাগণের গীত।)

মারে যাই মস্ত রুই, জাল ছিঁড়ে না পালিয়ে যায়।
চুনো পুঁটী নয়কো এটি, ডাঙ্গায় তোলা বিষম দায়।
শক্ত সুতোয় জাল বুনেছি,
তাইত' এই রুই ধরেছি,
হ'লে পরে অপর জাল,
কতই হ'ত লো জঞ্জাল,
ক'রতে হ'ত সামাল সামাল, অবশেষে হায় হায়॥

১মা ধী। কি গো দাসরাজ-কন্যে, অমন ক'রে চুপ্ টি ক'রে দাঁড়িয়ে কেন ?

২য়া ধী। ওগো বড়মানুষের মেয়ে, কথা কওনা কেন? তোমার বাবা ত' মিনি শুল্কে যমুনায় পারাপার ক'রে আমাদের খেয়ার সর্ব্বনাশ ক'রলে। বলি আজ একবার ডিঙ্গিতে চড়িয়ে আমাদের একটু যমুনার হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এস।

সত্যবতী। আমার মনটা আজ বড়ই খারাপ আছে; আর একদিন তোমাদের নৌকা ক'রে বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।

৩য়া ধী। ওলো শোন্ শোন্,—সত্যবতীর মন খারাপ কেন জানিস্? হাজার হ'ক ত' সোমত্ত মেয়ে,—বাপ্ মা কি চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছে; চির কালটা আইবুড়ী থুবড়ী ক'রে রাখ্‌বে!

সত্যবতী। তোমরা অযথা আমার পিতামাতার নিন্দা কর্‌ছ কেন? তাঁরা ত' আমার জন্য কত সম্বন্ধ স্থির ক'রেছিলেন, কেবল আমিই সম্মতি দিই নি ব'লে হয় নি।

২য়া ধী। ওলো ও বিম্‌লি, কেন বে কর্‌তে রাজি নয় জানিস্? সেই যে জটাজুট মাথায় ঋষিমশাই বর দিয়ে ওর গায়ের আঁস্‌টে গন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে গিছ্‌ল, (মৃদুস্বরে) কাণাঘুষোয় শুন্‌ছি সত্যি নাকি তার জন্যে একেবারে পাগল হ'য়েছে।

১মা ধী। না ভাই, আমি চল্লুম,—সেই মুনি ঠাকুরকে দিয়ে যদি আমাদের শাপ দেওয়ায়,—আজকাল তাঁকে এই পথে প্রায় যেতে আস্তে দেখি।

৩য়া ধী। চ'চ' পালাই চ'! ঐ বুঝি এল রে।

(সত্যবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সত্যবতী। বাম অঙ্গ মম
কাঁপে ঘন ঘন,—

সুলক্ষণ বলে সর্ব্বজন!
কিছু না বুঝিতে পারি,—
কেন সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ দেব পরাশর
হেন আজ্ঞা দিলেন দাসীরে;—
নাহি জানি কিবা দোষ করিয়াছি আমি
শ্রীপদে তাঁহার;—হ'য়ে মম পতি
অনায়াসে কহিলেন বরিতে অন্যেরে!
যাঁর করে স'পেছিনু নবীন যৌবন,—
যাঁরে মম ইষ্টদেব জানি অহরহ,—
ভুলিতে হইবে তাঁরে?
তাঁহার আদেশ
করি নাই জীবনে লঙ্ঘন;—
দাসী ব'লে ক্ষমা ক'র নাথ,
যদি হই অবাধ্য তোমার;
কেমনে কহিলে,
ধর্ম্মে নাহি হব গো পতিত!
শুনিয়াছি সাবিত্রী-চরিত,—
সত্যবানে মনে মনে বরেছিলা বলি
অবহেলি পিত্রাদেশ,
হ'ল তাঁর ধর্ম্মপত্নী,—
ধর্ম্মরাজে ধর্ম্মশিক্ষা দিল সেই সতী।
আর পরাশর,
তব পুত্র ধরিনু জঠরে,
তুমি কিনা কহ এবে,

ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'ব না কখন
হই যদি শান্তনুঘরণী।
না শুনিলে তব কথা রুষ্ট হবে তুমি ?
কর রোষ, দেহ অভিশাপ,
তবু হে মহর্ষি,
কখন' এ দাসী
তোমা ভুলে রবে না এ ভবে।　　(প্রস্থান)

(শান্তনু ও বিদূষকের প্রবেশ।)

শান্তনু। কোথা হ'তে আসে সখা অপূর্ব্ব সৌরভ !
মৃদুল বাতাস, ছড়ায় সুবাস,
জ্ঞান হয় শত পারিজাত
ফুটিয়াছে কোথা, মর্ত্ত্যে যাহা অসম্ভব।
বুঝি কোন দেববালা
নন্দন হইতে আনি মন্দারের দল
যমুনার নীরে করিয়াছে জলখেলা ;
সৌরভে আবেশ প্রাণ,
চল সখা করিগে সন্ধান,
কোথা হ'তে হেন গন্ধ পশিছে নাসায়।

বিদূষক। মহারাজ যা ব'ল্‌ছেন তা' ঠিক বটে। আমরা বাম্‌নের ছেলে, বনে বনে ফুল তুল্‌তে এসে কত রকমের আঘ্রাণ পেয়েছি, কিন্তু এমন মনমাতানো গন্ধ ত' কখনও শুঁকিনি, আঃ— আঃ—প্রাণ্‌টা যেন তর্‌ হয়ে উঠ্‌ছে। আমার বোধ হয় কোন অপদেবতা টপদেবতা এই স্থান দিয়ে গেছেন, তাঁর পেছু নিয়ে আমাদের আর লাভ কি হবে ?

শান্তনু। কিবা ভয়, ব্রাহ্মণ, তোমার ?
ভুলেছ কি গায়ত্রী মাতারে ?
কর তাঁর জপ, ভূত প্রেত যাবে দূরে ;
মম করে আছে হে কার্ম্মুক,
কোন্ ভয়ে হইব বিমুখ ?
চল, সখা, যাই অন্বেষণে।

বিদূষক। মহারাজ, গায়ত্রীর উপর আমার যতটা বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, আপনার বাহুবল আর ধনুর্ব্বাণের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি যদি অভয় দেন, তাহ'লে যমের মুখেও ছুটে যেতে পারি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—দাসরাজের

দাসরাজ।

দাসরাজ। তাই ত' করি কি ? মেয়েটা ত' আর কাকেও বিয়ে ক'র্‌তে চায় না! সেই বিট্‌লে ঋষিটা একে কি গুণ ক'রে গেল গা! আমি সাত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে এমন কার্ত্তিকের মত সোণার চাঁদ রাজপুত্তুরদের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে এলুম, মেয়েটার তাতে পছন্দ হ'ল না। কি ক'রব, মেয়েটার বরাৎ মন্দ,—যাই

হ'ক শীগ্‌গির একটা হেস্তনেস্ত ক'রতে হবে ;—(দ্বারে করাঘাত) কে অঃ ? বলি দরজা ঠেলে কে ? এত রাত্তিরে কিসের দরকার হে বাপু ? কে নিধিরাম না কি ?

(নেপথ্যে) না, আমি।

দাসরাজ। আরে "আমি" বল্লে, চিন্‌ব কি ক'রে ? তুমি কে তাই জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে।

(নেপথ্যে) আমি হস্তিনাধিপতি শান্তনু।

দাসরাজ। অ্যাঁ, করিছি কি ?

(দ্বারোদ্‌ঘাটন ও শান্তনুর প্রবেশ।)

মহারাজ, মহারাজ, ক্ষমা ক'রবেন। আমি না জেনে আপনার উচিত অভ্যর্থনা ক'রতে পারিনি। আজ দাসের কুটীর পবিত্র হ'ল—বংশ পবিত্র হ'ল। মহারাজ, এরূপ অসময়ে একাকী এখানে আস্‌বার কারণ ব'ল্‌তে আপনার যদি কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহ ক'রে আমায় বলুন ;—আমার কিম্বা আমার স্বজাতীয় কাহারও দ্বারা যদি মহারাজের বিন্দুমাত্র উপকার হয়, তাহ'লে কৃতার্থ হ'ব।

শান্তনু। দাসরাজ, তোমার সৌজন্যে আমি যথেষ্ট প্রীত হ'য়েছি। এক্ষণে কোন অপার্থিব সামগ্রীর আকাঙ্ক্ষায় তোমার নিকট এসেছি,—সেই মহার্হ রত্ন আমাকে দান ক'রে আমার বাসনা পূর্ণ কর।

দাসরাজ। মহারাজ, আপনি কি ব'লছেন, কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। আমার এমন কি সামগ্রী আছে, যাতে মহারাজের মনোরঞ্জন হ'তে পারে ?

শান্তনু। অদ্য সন্ধ্যাকালে কালিন্দীকূলবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে কি এক স্বর্গীয় সৌরভে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবশ হ'য়ে উঠ্‌ল; সেই মধুর সুগন্ধের কারণ অন্বেষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সহসা এক নীলনলিননয়না দেববালাসদৃশী রমণী আমার নয়নপথে পতিত হ'ল। দাসরাজ, ব'ল্‌ব কি, যখন বুঝলেম, সেই অনবদ্যাঙ্গী তরুণীর দিব্যকলেবর হ'তে সেই সুচারু সৌরভের উদ্ভব হ'চ্ছে, তখন আমি আত্মহারা হ'য়ে তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলেম। দাসরাজ, সেই রমণী তোমার দুহিতা ও অদ্যাবধি অনূঢ়া; এখন সেই অমূল্য রত্ন রাজকরে সমর্পণ ক'রে নিজেও ধন্য হও, আর আমাকেও ধন্য কর।

দাসরাজ। রাজন্, আমি কন্যার পিতা;—যাহাতে কন্যা সৎপাত্রে প্রদত্ত হয়, পিতার তাহা প্রধান কর্ত্তব্য। আপনার ন্যায় গুণবান্, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি যদি এই কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু আমার একটি সামান্য অভিলাষ আছে, মহারাজ ইচ্ছা ক'র্‌লেই তাহা পূর্ণ ক'র্‌তে পারেন; যদি আপনি আমার সেই বাসনাটুকু পূর্ণ ক'র্‌তে সম্মত হন, তাহ'লে সত্যবতীকে অবিলম্বে আপনাকে সম্প্রদান ক'রছি।

শান্তনু। ধীবরশ্রেষ্ঠ, তোমার বাসনার বিষয় অগ্রে আমাকে জ্ঞাপন কর,—সে বিষয় না শ্রবণ ক'রেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌ব, এরূপ অঙ্গীকার আমি কিরূপে ক'রতে পারি?

দাসরাজ। নরনাথ, আপনার ঔরসে এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে, আপনার রাজ্যত্যাগের পর সেই পুত্রই যেন ভবিষ্যতে

হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করে, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

শান্তনু। দাসরাজ, তোমার এ অন্যায় প্রার্থনা; কারণ আমার পুত্র দেবব্রত এক্ষণে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত;—সনাতন রাজধর্ম্মানুসারে সেই পুত্রই ভবিষ্যতে রাজ্যের একমাত্র অধিকারী; অতএব কি ক'রে আমি তোমার কথায় সম্মত হ'তে পারি। যদিও আমি সত্যবতীর পাণিগ্রহণ-লালসায় তোমার দ্বারস্থ হ'য়েছি, তথাপি আমি সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্রকে তার ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌তে পারি না। ধীবর, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে সম্পূর্ণ অক্ষম,—আমি চল্লেম।

(উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

-:*:-

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—রাজবাটীর কক্ষ।

শান্তনু ও বিদূষক।

বিদূষক। মহারাজ, রাগই করুন, আর যাই করুন, একটা কথা আজ আপনার মুখের ওপর ব'ল্‌ব। এই যারা প্রথম বয়সে বে ক'রব না, বে ক'র্‌ব না করে, শেষ বয়সে তারাই আবার মেয়েমানুষ দেখলে হাম্‌লে পড়ে। তার দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে স্বয়ং আপনি। আপনি দেবানুগৃহীত নরপতি,—সাক্ষাৎ সুরধুনীকে পত্নীরূপে পেয়েছিলেন, এখন একটা মেছোর মেয়েকে দেখে ভুল্‌তে পার্‌ছেন না। কুমার দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রেছেন; কোথায় দেখে শুনে তার একটা বিবাহ দেবেন, না নিজেই এই বুড়োবয়সে মেয়েমানুষের জন্য পাগল।

শান্তনু। সত্যই উন্মত্ত আমি;

কত ক'রে বুঝাইনু মনে,—
পোড়া মন না মানে প্রবোধ;
থেকে থেকে মনে পড়ে,
সরলতা-মাখা সেই মোহিনী প্রতিমা,—
মনে পড়ে,

সেই ইন্দীবর-নিন্দি লোচন-যুগল!
যেন থেকে থেকে,
ভেসে আসে দূর সমীরণ-ভরে
অঙ্গের সৌরভ, শুধু পুত্রমুখ চেয়ে
দাসরাজ-অনুরোধ নারিনু রাখিতে।

বিদূষক। মহারাজ, আপনি কল্পনার রাজ্যে কবিত্বের সিংহাসনে ব'সে আরাম ক'রতে থাকুন,—আমি এখন এখান থেকে সরে পড়ি। (প্রস্থান)

শান্তনু। যবে ত্যজিয়া আমায়,
সুরেশ্বরী চলিলেন আপন আবাসে,
কহিলেন, "পুনঃ তুমি করিবে বিবাহ।"
আজ মনে পড়ে সেই বাণী—
নিশ্চয় অদৃষ্টে আছে দ্বিতীয় বণিতা,
নহে হেন কথা
কেন দেবী কহিবেন মোরে?
যাই, কহি গিয়া দাসরাজে,—
"অভিলাষ তব করিব পূরণ,
কর সমর্পণ
সুন্দরী যোজনগন্ধা তোমার তনয়া।"
মনে লয়,
কভু নীচকুলে জন্ম তার নয়;
মীনগর্ভ হ'তে পেয়েছে ধীবর তারে,—
অদ্ভুত রহস্য!
যদিও নীচের কন্যা হয় সে ললনা,

হীন-বর্ণা রমণীর সনে পরিণয়ে
ক্ষত্র-ধর্ম্মে হানি নাহি হবে,—
কে কোথায় কবে, রত্নে অবহেলে,
পাংশু-আচ্ছাদনে রহে যদি তাহা।
এক বাধা দেবব্রত,—
বুঝাব কুমারে—
পুত্র মম পিতৃভক্ত অতি।

(বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ)

বিদূষক। মহারাজ, এখনও কল্পনার নেশায় বোঁদ্ হ'য়ে র'য়েছেন! মনে করেছিলেম, আপনার সুখে বাধা দেব না। কিন্তু মহারাজ, দু'পা না যেতে যেতেই আপনার মুখখানা মনে পড়ে গেল,—আপনার হাহুতাশ—দীর্ঘশ্বাস আমার বুকের রক্ত অবধি শুকিয়ে দিতে লাগ্‌ল ; তাই আবার আপনার কাছে ছুটে এসেছি,—যদি অপরাধ ক'রে থাকি, মহারাজ তার মাপ ক'রবেন।

(দেবব্রতের প্রবেশ)

দেবব্রত। চিন্তাকুল কেন তোমা হেরি হে রাজন্,
পুত্র বলি স্নেহ-সম্ভাষণ
কিহেতু ক'র না আর পিতা?
কহ মোরে কিবা মনোব্যথা,—
যথাসাধ্য করিব লাঘব।
রাজ্যমধ্যে নাহি অকুশল ;—
সামন্তভূপতি যত

মহারাজে করদান করিছে সকলে;
প্রজাবৃন্দ মহানন্দে যাপিতেছে কাল ;—
কিন্তু হে ভূপাল,
হেরি তব ভাব ব্যথিত হৃদয় মম।
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডদেশ,—মলিন বদন,—
নয়নে কালিমা মাখা ;—
কৃশ হ'তে কৃশতর কলেবর ক্রমে।
নাহি আর পূর্ব্বের উদ্যম,—
অশ্বপৃষ্ঠে পর্য্যটনে ছিল কত সাধ,
এবে কোন সাধ নাহিক তোমার।
ব্যাধিক্লিষ্ট হও হে যদ্যপি,
আছে বহুরাজবৈদ্য,—করিলে আদেশ
প্রতীকার তারা করিবে এখনি।

শান্তনু। উৎকণ্ঠা কিহেতু মম শুনহ তনয়,—
কুরুবংশে একমাত্র বংশধর
তুমি দেবব্রত ;—
ভেবে দেখ এ সংসারে সকলি নশ্বর :
তব অমঙ্গল ঘটে যদি কোন,
এ ভরতকুল হইবে নির্ম্মূল।
কিন্তু জানি আমি,
তোমা হেন পুত্রলাভ
শত পুত্র চেয়ে ভাল ;—
শত শত তারা যে তিমির
নাশিতে না পারে,

একমাত্র শশধর করে তাহা দূর।
তাই বৃথা পুনঃ দার-পরিগ্রহে
নাহি সরে মন আর ;
কিন্তু কহেছেন ধর্ম্মবাদিগণ,—
এক পুত্র যার,
অপুত্রক মধ্যে গণ্য সেই পিতা।
তব অকল্যাণ-শান্তি যাহে হয়,
করিতেছি কত হেন স্বস্ত্যয়ন ;
কিসে তুমি দীর্ঘজীবী হবে,—
কিসে মম বংশরক্ষা হবে,—
ভাবিতেছি দিবানিশি।
মম রোগ চিন্তার বিকার,
কিসে তার হবে প্রতীকার,
বুঝিতে না পারি !

বিদূষক। যুবরাজ, দেখ্‌ছ কি,—মহারাজের ভীমরতি হয়েছে ; উনি কল্পিত বিপদের অনুধ্যানে একেবারে আকুল হ'য়ে পড়েছেন। যাই হ'ক, তুমি মন্ত্রী মশায়ের সহিত পরামর্শ ক'রে একটা বিহিত ব্যবস্থা করগে।

দেবব্রত। দ্বিজবর, যাই আমি অমাত্য-সমীপে ;—
জানি না কেমনে,
জনকের অশান্ত পরাণে
শান্তি দিব পুনরায়। (প্রস্থান)

বিদূষক। মহারাজকে আগে বেশ সরল, স্পষ্ট-বক্তা লোক ব'লে আমার ধারণা ছিল ; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আপনার মনের কাছে

জিলিপির প্যাঁচ কোথায় লাগে। স্পষ্ট ক'রে বল্লেই হ'ত, মদনঠাকুরের বাণের ঘায় শরীর জরজর হ'য়েছে।

শান্তনু। হে ব্রাহ্মণ,
মোরে আর দিও না ধিক্কার!
ভালমন্দ বিচারিতে অক্ষম এক্ষণে।

(প্রস্থান)

বিদূষক। যাই, দেখি গিয়ে কোথাকার জল কোথায় মরে!

(প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—প্রান্তর।

বেদব্যাস।

বেদব্যাস। বিধিবাক্য হইবে অসত্য,
অসম্ভব! অসম্ভব!
চারি বেদ যাঁহার নিশ্বাস,
তাঁহার রসনা মিথ্যা কভু নাহি ভাষে!
দাসরাজে কুরুরাজ কতই যাচিলা,
মাতা সত্যবতী হেতু;
কিন্তু কেন সে ধীবর
হ'ল অন্যমত, বুঝিতে না পারি।

হেথা জননী আমার
নাহি পারে ভুলিবারে পিতার প্রণয়।
কেমনে ঘটিবে তবে এই পরিণয়,
যেই সূত্র উপলক্ষ্য করি,
দ্বাপরের মহাধর্ম্ম হবে প্রচারিত।

(প্রস্থান)

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্যবতী। ওই মম যাইছে তনয় ;—
পতিপুত্র মম রয়েছে জীবিত,—
পতি মম পরাশর পরম মনীষী,
পুত্র মম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,—
আমা সম ভাগ্যবতী কেবা ?
কিন্তু, যে অবধি শুনিয়াছি,
নাথের সমীপে নিদারুণ বাণী,
প্রাণ মম হয়েছে আকুল।
সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া,
শুনিলাম কিবা কথা কহে রাজা
পিতৃ-সন্নিধানে ;—
ধন্য তুমি শান্তনু নৃপতি।
ভুল নাহি কর্ত্তব্য তোমার,
রমণীর প্রলোভনে।

(গঙ্গার প্রবেশ।)

কে তুমি গো, মহাদেবি, সম্মুখে আমার ?
আলোকিত দশদিশি রূপের প্রভায়,—

নখের ছটায়, শশী লাজ পায়,—
করুণার ধারা যেন বহিছে নয়নে!
যে হও, সে হও, মাতা,
প্রণিপাত চরণে তোমার!

গঙ্গা। করি আশীর্ব্বাদ,
শান্তনুর পত্নী যেন হও, বরাননে!

সত্যবতী। নহে আশীর্ব্বাদ,—অভিশাপ তব!
তুমি দেবতা নিশ্চয়,
বুঝিতেছ মনোভাব মম;
নাহি জানি পূর্ব্বজন্মে করিয়াছি
কত পাপ, হেন শাপ
তাই দিতেছ, জননি!
ভেবেছিনু, পুত্রমুখ চাহি,
শান্তনু নৃপতি ভুলিয়াছে মোরে।
কাপুরুষ রাজা, কামের পীড়নে,
করিয়াছে বুঝি মতান্তর,—
পিতা হ'য়ে করিছে কামনা
সন্তানের অকল্যাণ!

গঙ্গা। আমিও কি মাগিতেছি পুত্র-অকল্যাণ?
শুন লো কল্যাণি,
সেই পুত্র মম গর্ভজাত,—
গঙ্গা মোরে কহে সবে,—
গঙ্গাধর-শিরে মোর স্থান;
শাপভ্রষ্ট অষ্টবসু উদ্ধারের তরে

হয়েছিনু শান্তনু-মহিষী আমি ;—
আর তুমি,—তব ইষ্টদেব
পরাশর করিল আদেশ,—
পতি-আজ্ঞা ঠেলিবারে চাহ !
মোর কথা ধর,
শান্তনুরে বর,
তোমা হ'তে দেবকার্য্য হবে সমাহিত।
সত্যবতি, জীবন তোমার
উৎসর্গ করিও পরার্থের হেতু,—
মহাস্বার্থলাভ হবে তাহে ;
পরহিতে আত্মহিত দিবে জলাঞ্জলি,
চাহ যদি আত্মার কল্যাণ।

সত্যবতী। ত্রিলোকতারিণি জননি আমার,
তনয়ারে কর গো মার্জ্জনা !
তব বাক্যে অজ্ঞান-আঁধার
বিদূরিত এবে মম।
জীবের দুরিত দূরিতে বলিয়া,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু ত্যজি,
প্রবাহিতা ধরিত্রীতে শতমুখে মাতা।
কিন্তু, দেবি, বুঝিতে নারিনু,—
ঘৃণ্যা দাসকন্যা আমি,—
কেন আমি দেবকার্য্যে হ'ব নিয়োজিত।

গঙ্গা। দাসরাজ পালক জনক তব ;
চেদীশ্বর বসুরাজ,—

দেবরাজ প্রীত যাঁর প্রতি,—
তব জন্মদাতা পিতা।
শাপভ্রষ্টা অপ্সরা অদ্রিকা
মীনরূপে ধরেছিল জঠরে তোমায়,
মীনগন্ধা তাই ছিলে, সত্যবতি!
এবে তুমি ভগিনী সমান,
করি আশীর্ব্বাদ,
সুখে থাক পতির সোহাগে।

সত্যবতী। নারী-জন্ম ধন্য মম আজ!

(উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অলিন্দ।

বৈতালিকগণ।

গীত।

জয় শান্তনু-ভূপ শান্ত-তনু!
তনুজ তব মহাগুণযুত,
দেবব্রত দেবসম পূজিত,
জয় মহারাজ! জয় যুবরাজ!
হের পূরবগগণ উদ্ভাসিত অরুণ-কিরণে,
মঙ্গল-গীতি গাহিছে বিহগ সুমধুর তানে,
মুখরিত আশ্রম সামগানে ;—
অলস-শয়নে কেন অচেতন,
প্রজার রঞ্জন কর হে প্রভু!　　(প্রস্থান)।

(দেবব্রতের প্রবেশ)

দেবব্রত। সকল-আশ্রম-সার গার্হস্থ্য আশ্রম,
কহেছেন মনু ;—কিন্তু গৃহস্থের
কিবা সুখ বুঝিতে না পারি !
ছিনু যবে গুরুগেহে হ'য়ে ব্রহ্মচারী,
মনে হয় সেই শান্তি
নাহি কভু দ্বিতীয় আশ্রমে।
কেন পিতা ম্রিয়মাণ হেন,—
কেন মম অমঙ্গল করেন আশঙ্কা,—
কালি রাতে এ চিন্তায় নিদ্রা নাহি হ'ল।
তন্দ্রাবেশে—যা শেষে—
হেরিনু স্বপন,
যেন কোন ঘোর আবর্ত্তন
হবে মম অদৃষ্ট-চক্রের।
কালি পিতা বুঝালেন যবে নিজ
কুচিন্তা-কারণ, মনে হ'ল,
মনোভাব কিছু করিলা গোপন।
আসিছেন অমাত্য-প্রধান,—
তাঁর সহ করিয়া মন্ত্রণা,
করি যাহা উচিত ব্যবস্থা।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। যুবরাজ, রাজকার্য্য-আলোচনা-কাল
হ'তেছে অতীত,—বুঝি তব
অসুস্থ শরীর, ম্লান মুখ হেরি তাই।

দেবব্রত।　মন্ত্রিবর, মোর তরে নহে এ বিষাদ,—
জনকের হেরি অবসাদ,
দুশ্চিন্তার হেতু তাঁর নির্ণিতে না পারি,
নিরন্তর এ অন্তর হ'তেছে অশান্ত।
বল মোরে, জান যদি তুমি,
কেন রাজা বিষণ্ণ-বদন।

মন্ত্রী।　গঙ্গার নন্দন,
বিষাদ-কারণ আমি অবগত ;
বলিয়া তোমায়,
শ্রেয়োলাভ হবেনা জানিয়া
বলি নাই এতদিন।
তবে যদি শুনিতে বাসনা,
শুন মন দিয়া,—
যমুনার তীরে বাস করে দাসরাজ,—
কন্যা সত্যবতী তার,
রূপবতী গুণবতী অতি ;
নেহারি তাহারে পিতা তব,
মদনপীড়ায় উন্মত্তের প্রায় ;—
অন্য ব্যাধি নাহি কিছু আর।

দেবব্রত।　বুঝিলাম এতক্ষণে ;—
ধীবর কি'নহে হে সম্মত
রাজ-করে দুহিতৃ-অর্পণে ?

মন্ত্রী।　সে বিষয় অবিদিত আমি।
উপযুক্ত পুত্র তুমি,

তব বিবাহের কাল উপনীত এবে,—
বুঝি তাই লোক-লজ্জা-ভয়ে
মহারাজ বিমুখ বিবাহে ;
অন্য কোন নিগূঢ় কারণ
আছে কিনা নাহি জানি ;—
পুত্র তুমি,
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কেমনে করিবে ?

দেবব্রত। যাও তুমি সভামাঝে,—
যেতেছি পশ্চাৎ আমি। (মন্ত্রীর প্রস্থান)
কি কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য কিবা,
নাহি পারি করিতে নির্ণয়,
শুধুই আঁধার হেরি যে সম্মুখে,—
বিবেক-আলোক দেখিতে না পাই।
যথাসাধ্য করিব প্রয়াস,
যাহে জনকের মুখে ফিরে আসে পুনঃ
সেই সুখ-হাসি ;—কোথা মা জাহ্নবি,
এ ঘোর সঙ্কটে শঙ্কা কর দূর,—
ব'লে দাও কর্ত্তব্য আমার।

(দৈববাণী)

যাও, বৎস, রাজগণসহ
দাসরাজ পাশে অবিলম্বে ;
যদি চাহ আপন কুশল,
যদি চাহ রাজ্যের মঙ্গল,
হে গাঙ্গেয়, জাহ্নবী-আদেশে কহি তোমা,

কর যাহে পিতা তব করেন বিবাহ
দাসরাজ-দুহিতারে।
কালি প্রাতে শুভযাত্রা কর, মহারথ!

(দেবব্রতের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

-:*:-

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথ।

(আকাশপথে দেবগণ, বসুগণ, বসুপত্নীগণ প্রভৃতির গমন)

বেদব্যাস।

বেদব্যাস। সুরবৃন্দ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর,
সিদ্ধসাধ্যগণ, আদিত্য, কিন্নর,
পত্নীসহ সপ্তবসুদেব,
চলিতেছে অন্তরীক্ষে হেরিবে বলিয়া
দেবব্রতকার্য্য অলৌকিক!
শুভতারাগত তারাপতি আজি,
মেঘমুক্ত নীলাম্বর,—
দূরে কালিন্দীর বারি
ছুটিতেছে মহানন্দে বৃন্দাবন-পানে ;—
বুঝেছে যমুনা, অবিলম্বে সে যে
কদম্বের মূলে, রাধা রাধা ব'লে
শুনিবে বাঁশরী-তান!
দেবগণ নিজ-অংশে জন্মিছে ধরায় ,—
অচিরে ভারতধর্ম্ম হবে প্রবর্ত্তিত ;

আজি তার হইবে সূচনা,
দেবব্রত-পণসূত্র ধরি।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ।　কোথা যাও ত্বরাগতি দেব বেদব্যাস?
বিমল আনন্দজ্যোতিঃ
হেরিতেছি বদনে তোমার!

বেদব্যাস। ঋষিবর, চলহ সত্বর সঙ্গে মম,
কিবা কার্য্য করিবে গাঙ্গেয় আজি
তব শিষ্য, দেখিবারে চাহ যদি।
ধন্য তুমি মহামুনি,
ধন্য তব শিক্ষার প্রভাব!
সেইদিন,—যেইদিন হেরেছিনু
তব তপোবনে শান্তনুনন্দনে,—
সেইদিন বলেছিনু তোমা,
এ বালক হবে মহাশক্তিমান্,—
আজি তার পরিচয় পাইবে মহর্ষি।

বশিষ্ঠ।　ধন্য তব প্রজ্ঞাবল!
যাঁর কার্য্য করেছেন তিনি,
আমি মাত্র নিমিত্তের ভাগী।
দিয়াছিনু বসুদেবে অভিশাপ আমি,
করিয়াছি তারে অধ্যাপন!
লীলাময়-লীলামাত্র জানিনু নিশ্চয়,
চল, যাই মহানন্দে শ্রীহরিরে স্মরি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—দাসরাজের কুটীরের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ।

দাসরাজ।

দাসরাজ। শুন্‌ছি, শান্তনুকুমার দেবব্রত রাজগণ-সমভিব্যাহারে আমার কুটীরে আসছেন ;— উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই, পিতার জন্য সত্যবতী-প্রার্থনা। ইনি যেরূপ বিক্রমশালী অমর্ষশীল যুবক,—কি রূপে এঁর কাছে আমার বাসনার বিষয় ব্যক্ত ক'রব তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি। যদি সহসা ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেন, তাহ'লে মানুষের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ও আমাকে বাঁচাতে পার্‌বেন কি না সন্দেহ।

(দেবব্রত ও রাজগণের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়, যুবরাজ !

দেবব্রত। দাসরাজ, আমি পিতৃদেবের জন্য তোমার কন্যা সত্যবতীকে প্রার্থনা ক'রছি ; তার পাণিগ্রহণের জন্য মহারাজ একবার তোমায় অনুরোধ ক'রেছিলেন ; জানিনা, কেন তুমি সে সময় তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হওনি। শুন্‌তে পাই কি, দাসরাজ, এরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধে তোমার অমত কেন ?

দাসরাজ। হে ভরতর্ষভ, ঈদৃশ সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রতে কে না দুঃখিত হয় ? স্বয়ং দেবরাজও বোধ হয় মহারাজকে কন্যা দান ক'রতে দুঃখিত নন। সত্যবতী যাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, সেই চেদীশ্বর বসুরাজ আপনার পিতার গুণাবলীতে একান্ত মুগ্ধ হ'য়ে বলেছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতিই

সত্যবতীর স্বামিত্বগ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনার পিতা আমার নন্দিনীর জন্য যেরূপ উৎসুক, মহর্ষি পরাশরও সেইরূপ উৎসুক হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই মুনীন্দ্রের প্রার্থনাতেও অসম্মত হ'য়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছি। বরবর্ণিনী সত্যবতী আমার স্নেহপালিতা দুহিতা,-সুতরাং বড়ই আদরের সামগ্রী ; তার ভবিষ্যৎ কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় একটা কথা আপনাকে ব'লতে ইচ্ছা করি।

দেবব্রত। দাসরাজ, তুমি অসঙ্কোচে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।

দাসরাজ। কুরুসত্তম, আপনি যুবরাজ, ও ভবিষ্যতে রাজ্যের অধিকারী। যদি এই বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহ'লে কালে ভ্রাতৃবিবাদ উপলক্ষ্য ক'রে ভীষণ বৈরানল প্রজ্জ্বলিত হ'তে পারে। সুরাসুর যক্ষরক্ষঃ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কেহই যুদ্ধে আপনার সমকক্ষ নয়। আপনি ক্রুদ্ধ হ'লে অরাতিকুল যে অচিরে নির্ম্মূল হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং রাজকুমার, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, সেরূপ কার্য্যে আমি কি ক'রে হস্তক্ষেপ ক'রতে পারি ?

দেবব্রত। শুন, শুন, সমাগতরাজগণ,
শুন, দাসরাজ, মম প্রতিজ্ঞাবচন,—
সত্যব্রত, দেবব্রত আমি,
কহিব যে কথা, অন্যথা না হবে কভু।
তব দুহিতার কল্যাণের হেতু,
যে কার্য্য করিতে মোরে বলিবে ধীবর,
সেই কার্য্য, করি অঙ্গীকার,

করিব নিশ্চয় ;—শুন মম পণ,
মাতা সত্যবতীগর্ভে যেই পুত্র
লভিবে জনম, ভারতবংশের
ভাবী রাজা হবে সে কুমার,
নাহি চাহি রাজ্যভার আমি,
মহানন্দে সিংহাসনে বসাইব তারে।

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

দাসরাজ। যুবরাজ, রাজ্যের কল্যাণ-কামনায় আপনি অতীব ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। আপনি অঙ্গীকার ক'রেছেন, আমি দুহিতার হিতার্থ আপনাকে যেরূপ কার্য্য ক'রতে ব'লব, আপনি সেইরূপই ক'রবেন। মহাশয়, আমার আর একটি কথা আপনাকে রাখ্‌তে হবে ; অবশ্য, এরূপ প্রস্তাবে আপনি আমাকে বাতুল কিম্বা বালক ব'লে বিবেচনা ক'রতে পারেন, কিন্তু কি ক'রব, অপত্য-স্নেহ স্বভাবতই ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রে থাকে। আপনি রাজগণ-সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তাহা আপনার দেবচরিত্রের অনুরূপই হয়েছে ;—আপনার উপর আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু মহাভাগ, ভেবে দেখুন, আপনার পুত্র-সন্তান কি নির্ব্বিবাদে হস্তিনার সিংহাসন অপরকে ভোগ ক'রতে দেবে ?

দেবব্রত। হে দাসরাজ ! হে নৃপতি-মণ্ডল !
ভীষণ প্রতিজ্ঞা মম শুন পুনর্ব্বার,—
মেরু যদি নড়ে মক্ষিকার ভরে,
কক্ষচ্যুত কভু যদি হয় এ মেদিনী,

পূর্ব্বদিক্ ত্যজি পশ্চিম আকাশে
কভু যদি উদে ভানু,
ব্রাহ্মণ যদ্যপি ভুলে গায়ত্রী মাতারে,
নিজ কার্য্য যদি ভুলে ধর্ম্মরাজ,
জননী যদ্যপি আপন সন্তানে
নাহি করে স্তনদান,
হে ক্ষত্রিয়গণ,
তবু মম পণ রহিবে অচল ;
রাজ্যত্যাগ করিয়াছি আমি,—
করিতেছি প্রতিজ্ঞা আবার,
অদ্যাবধি আজীবন রব ব্রহ্মচারী,—
এ জীবনে বিবাহ না করিব কখন'।

দাসরাজ। যুবরাজ, আপনার প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনে আমার আর আনন্দ রাখবার স্থান নেই ; এক্ষণে আপনার পিতাকেই আমি কন্যাসম্প্রদান ক'রছি।

(পট-পরিবর্ত্তন)

দেবগণ, বসুগণ, বসুপত্নীগণ, অপ্সরোগণ
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ইত্যাদি।

দেবব্রতের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে, ও দুন্দুভিধ্বনি
করিতে করিতে অপ্সরোগণের সঙ্গীত।

পুলকে পূরিল আজি ধরা;—
দেবতা বিস্মিত হ'য়ে আসিল ছাড়ি অমরা।

সত্যব্রত দেবব্রত,
কীর্ত্তি তব হ'ল খ্যাত ;—
কুসুম সবে কর বরষণ,
দুন্দুভি সবে বাজাও সঘন,—
কোথা মা গঙ্গে কলুষহরা,
আশীষ সন্তানে, এস মা ত্বরা।

ইন্দ্র। দেবব্রত, জীবনেতে মহাব্রত আজি
করিলে অবলম্বন ;
শান্তনুরে শান্তিদান তরে
ক'রেছ ভীষণ পণ,—
"ভীষ্ম" নামে তোমা করি সম্বোধন !
পিতৃভক্তি তব
চিরতরে রহিবে আদর্শ।

যম। ধর্ম্মরাজ আমি, কহি তোমা,—
অপুত্রক যদিও রহিবে,
পুন্নাম-নরকভোগ না হবে তোমার।
জীবনান্তে অক্ষয়স্বরগলাভ
করিবে হে মহাভাগ !
যতদিন রবে আর্য্যগণ,
তর্পণেতে জলাঞ্জলি দিবে হে তোমায়।

দেবব্রত। ধন্য আমি,
লভিলাম দেব-আশীর্ব্বাদ !

(শান্তনু ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। মহারাজ, এ যে একেবারে দেবতাদের হাট বসে গেছে !

বশিষ্ঠ।　দাসরাজ, দুহিতারে তব
লয়ে এস সভামাঝে।
(গঙ্গা ও সত্যবতীর প্রবেশ)

গঙ্গা।　এই আসিতেছি আমি,
এস লো ভগিনি,
মহারাজে নিজে আমি করিব অর্পণ।
(দেবগণ ও মুনিগণের স্তব)
জয় দেবী পতিতপাবনী,
হরিপদরজোবিহারিণী,
ভাগিরথী প্রবাহিণী।
জয় মাতা মুনীন্দ্র-বন্দিতা,
জয় সুরাসুর-নিষেবিতা,
কুলুকুলুনিনাদিনী।
জয় দেবী শান্তনুতোষিণী,
জয় জয় ভীষ্মপ্রসবিনী,
মোক্ষদাত্রী সুরধুনী।

গঙ্গা।　মহারাজ,
আমা হ'তে কোন সুখ পাওনি জীবনে।
এবে ধর্ম্মপত্নীরূপে করহ গ্রহণ
সত্যবতী ভগিনীরে।
এস বোন্,
হাতে হাতে সঁপে দিই তোমারে এখনি।

(গঙ্গাকর্ত্তৃক শান্তনু ও সত্যবতীর পাণিসংযোগকরণ ;
শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি।)

(দেবব্রতের প্রতি)

আমার বাছনি দেবব্রত,
দেবের অসাধ্য কার্য্য করেছ ধরায়,—
করি আশীর্ব্বাদ,
অটুট রহিবে প্রতিজ্ঞা তোমার।

দেবব্রত। সকলই তোমার লীলা,
মাত্র উপলক্ষ্য আমি।

শান্তনু। বৎস, ভীষ্ম, দেবব্রত!
পিতৃভক্তি-পরিচয় দেছ অলৌকিক,—
ইচ্ছামৃত্যুবর আমি দিলাম তোমায়।

দাসরাজ। মা সত্যবতি, তোমায় আমি সার্থক পালন ক'রেছিলেম,— ধীবরের ভাগ্যে যে এমন ঘট্‌বে, তা' স্বপ্নেরও অগোচর!

যবনিকা-পতন।